POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

আল্লাহ্‌র বাণী

تُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ۖ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۖ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ

'তুমি রাত্রিকে দিবসের মধ্যে প্রবিষ্ট কর এবং দিবসকে রাত্রির মধ্যে প্রবিষ্ট কর; এবং জীবিতকে মৃত হইতে বাহির কর এবং মৃতকে জীবিত হইতে বাহির কর। এবং যাহাকে চাহ তুমি বেহিসাব রিয্‌ক দান কর।'

(আলে ইমরান, আয়াত: ২৮)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 4

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
The Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 6

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 7ই ফেব্রুয়ারী, 2019 1 জামাদি আল সানি 1440 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

মানুষের অন্তরাত্মা দীর্ঘায়ুর প্রতিশ্রুতি দেয়। এটি প্রবঞ্চনা মাত্র। জীবনের উপর ভরসা করা চলে না। মানুষের উচিত ধর্মনিষ্ঠা ও ইবাদতের প্রতি অনুরাগী হওয়া এবং সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আত্মবিশ্লেষণ করা। তাহাজ্জুদে ওঠার জন্য সবিশেষ যত্নবান হও এবং উৎসাহ-উদ্দীপনা সহকারে তা পাঠ কর।

অনেক সময় মধ্যবর্তী নামাযগুলির ক্ষেত্রে কাজের কারণে চাকুরীজীবীদের জন্য বাধা সৃষ্টি হয়। যারা ধর্মনিষ্ঠার জন্য কষ্ট ও ক্ষতি স্বীকার করেন, তারা মানুষের দৃষ্টিতেও সমাদৃত হন। এই পথ নবী ও সিদ্দীকদের।

বাণীঃ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)

কেবল বাহ্যিক বা আনুষ্ঠানিক বয়আত কোন উপকারে আসে না

কেবল বাহ্যিক বা আনুষ্ঠানিক বয়আত কোন উপকারে আসে না, আর এমন বয়আত থেকে কোন কিছু লাভ করা দুষ্কর। এর থেকে তখনই অংশ পাওয়া যাবে যখন নিজের আমিত্ব ও অহংকার ত্যাগ করে সেই ব্যক্তির সঙ্গে অকৃত্রিম ভালবাসা ও নিষ্ঠার সম্পর্ক গড়ে তুলবে। মুনাফেকরা আঁ হযরত (সা.)-এর সঙ্গে সত্যনিষ্ঠ সম্পর্ক না থাকার কারণে শেষ পর্যন্ত ঈমানহীন থেকে যায়, তাদের মধ্যে প্রকৃত ভালবাসা ও নিষ্ঠা তৈরী হয় নি। তাই তো **'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু'** তাদের কোন উপকারে আসে নি। অতএব এই সম্পর্ক উন্নত করা অত্যন্ত জরুরী বিষয়। যদি কোন অনুগামী এই সম্পর্ক বন্ধনকে দৃঢ় না করে এবং চেষ্টা করতে ব্যর্থ হয়, তবে তার অভিযোগ ও অনুতাপ কোন উপকারে আসবে না। আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকদের সঙ্গে নিষ্ঠা ও ভালবাসার সম্পর্ক নিরন্তর দৃঢ় হওয়া বাঞ্ছনীয়। যতদূর সম্ভব সেই ব্যক্তির (পথপ্রদর্শকের) কর্মপন্থা ও বিশ্বাসের রঙে রঙীন হওয়া উচিত। মানুষের অন্তরাত্মা দীর্ঘায়ুর প্রতিশ্রুতি দেয়। এটি প্রবঞ্চনা মাত্র। জীবনের উপর ভরসা করা চলে না। মানুষের উচিত ধর্মনিষ্ঠা ও ইবাদতের প্রতি অনুরাগী হওয়া এবং সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আত্মবিশ্লেষণ করা।

তাহাজ্জুদের উপদেশ

যদি আমাদের সমগ্র জীবনটিই জাগতিক কার্যকলাপে ব্যপৃত থাকে, তবে পরকালের জন্য আমরা কি সঞ্চয় করলাম? তাহাজ্জুদে ওঠার জন্য সবিশেষ যত্নবান হও এবং উৎসাহ-উদ্দীপনা সহকারে তা পাঠ কর। অনেক সময় মধ্যবর্তী নামাযগুলির ক্ষেত্রে কাজের কারণে চাকুরীজীবীদের জন্য বাধা সৃষ্টি হয় । কিন্তু স্মরণ রাখা ভাল, আল্লাহ্ তা'লা অন্নদাতা। নামায যথাসময়ে পড়া উচিত। যোহর ও আসর কোন কোন সময় একত্রে পড়া যেতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা জানতেন যে, অপেক্ষাকৃত দুর্বল মানুষও থাকবে, এই কারণে এই অবকাশ রেখে দিয়েছেন, কিন্তু এই অবকাশ তিনটি নামায একত্রে জমা করার জন্য হতে পারে না।

আল্লাহ্ তা'লার কারণে কষ্ট সহন করা।

যখন চাকুরী বা অন্যান্য অনেক বিষয়ে মানুষ শান্তি পায়, তবে আল্লাহ্‌র কারণে যদি কষ্ট ভোগ করেন কতই না উত্তম হত! যারা ধর্মনিষ্ঠার জন্য কষ্ট ও ক্ষতি স্বীকার করেন, তারা মানুষের দৃষ্টিতেও সমাদৃত হন। এই পথ নবী ও সিদ্দীকদের। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কারণে জাগতিক ক্ষতি স্বীকার করে, তিনি তার কোন ঋণ রাখেন না, তাকে তিনি পূর্ণ প্রতিদান দিয়ে থাকেন।

কপটতাপূর্ণ পথ অবলম্বন করবে না

(মানুষের জন্য আবশ্যক) কপটতাপূর্ণ পথ অবলম্বন না করা। যেমন এক হিন্দু (বিচারক বা পদাধিকারী) যদি বলে, রাম ও রহীম এক ও অভিন্ন, তবে এমন মতামতকে যেন কেউ নির্দ্বিধায় স্বীকার না করে বসে। আল্লাহ্ তা'লা কাউকে সৌজন্য প্রদর্শনে বাধা দেন না। মানুষের উচিত সৌজন্যমূলক উত্তর দেওয়া। এমন উক্তি করার মধ্যে কোন বিচক্ষণতা নেই যা অপরকে উত্তেজিত করে তোলে এবং অযৌক্তিক বিতর্কের জন্ম দেয়। মানুষের কখনই সত্য গোপন করা উচিত নয়। যে ব্যক্তি অপরের মিথ্যা বিবৃতিতে সায় দেয়, ক্রমে সে কাফেরে পরিণত হয়। 'ইয়ারে গালিব শু কি, তা গালিব শু য়ী।

অর্থাৎ সেই ব্যক্তির সঙ্গ ও সাহচর্য অবলম্বন কর যে প্রভাশালী, যাতে তুমিও প্রভাবশালী হও।

আল্লাহ্ তা'লার সম্মান ও মর্যাদা সর্বদা অক্ষুন্ন রাখা বাঞ্ছনীয়। আমাদের ধর্মে কোন বিষয়ই শালীনতাবোধ ও শিষ্টাচারের পরিপন্থী নয়।

ইসলামের প্রতি অবিচার

চিরকালই ইসলামের প্রতি অবিচার হয়ে এসেছে। যেমন দুই ভাইয়ের মধ্যে যদি কখনো বিবাদ বাধে, সেখানে বড় ভাই নিজের বড়ত্ব এবং অগ্রজ হওয়ার দরুন নিজ অনুজের প্রতি অযথা অন্যায় আচরণ করে। সে অগ্রজ হওয়ার কারণে নিজের অধিকার বেশি বলে মনে করে বসে, অথচ উভয়ের অধিকারই সমান। এই একই প্রকারের অবিচার ইসলামের প্রতি হচ্ছে, যা অতীতের সকল ধর্মের পরে আত্মপ্রকাশ করেছে। ইসলাম সমস্ত ধর্মের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে তাদেরকে অবগত করেছে, আর যেহেতু তাদেরকে আত্মম্ভরিতা ও অহংবোধ আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, তাই স্বভাবতই তারা ইসলামের প্রতি রুষ্ট হয়ে উঠেছে,

এরপর শেষের পাতায়.....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

বয়আতের শর্তাবলী এবং আহ্মদীদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণ

বঙ্গানুবাদ: শেখ জুলফিকার আলি মাহমুদ, মুরুব্বী সিলসিলা (দ্বিতীয় পর্ব)

আরও একটি হাদিসে বর্ণিত হইয়াছে -হযরত ওবাদা বিন সামত (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আমরা রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এর বয়আত এই শর্তের উপর করিয়াছি যে, আমরা শ্রবণ করিব এবং আনুগত্যতা করিব সুখেই হউক বা দুঃখে, আনন্দে ও বিষণ্নতায়, এবং আমরা আদেশ দানের যোগ্য ব্যাক্তির সহিত কখনও বিবাদ করিবনা। এবং যে স্থানে আমরা অবস্থান করিনা কেন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিব এবং কোন তিরষ্কার কারীর তিরষ্কারে ভীত হইবনা

(বুখারী কিতাবুল বাইয়াত বাব আবায়আতো আলা সাময়েওয়াতাআতে)। উম্মুল মোমেনিন (মুমেন গণের মাতা) হযরত আয়শা রাজিআল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সাঃ) আয়াত করিমা পাঠ করতেন-

অর্থাৎ হে নবী ! যখন মোমেন মহিলাগণ তোমার নিকট বায়'আত করিবরি জন্য আসে এই শর্তে যে, তাহারা আলণ্ঢাহর সহিত কোন কিছুকে শরীক করিবেনা এবং চুরি করিবেনা এবং ব্যাভিচার করিবেনা এবং নিজেদেও সন্ড়ানদিগকে হত্যা করিবেনা, এবং কাহারও প্রতি অপবাদ আরোপ করিবেনা যাহা তাহারা নিজেদের হস্ড়সমূহ এবং পদসমূহের মাধ্যমে মিথ্যা রূপ রচনা করিয়া থাকে এবং কোন সংগত বিষয়ে তোমার অবাধ্যতা কবিনা, তাহা হইলে তুমি তাহাদের বায়আত গ্রহণ করিও এবং তাহাদের জন্য আলণ্ঢাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিও। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল পরম দয়াময়।

(সুরা আল্ মুমতাহিনা আয়াত ১৩)

অতঃপর তিনি (সাঃ) মহিলাদের বয়আত গ্রহণ করিতেন।

হযরত আয়শা (রাঃ) বলেন যে, বয়আত গ্রহণ করার সময় রসুলুলণ্ঢাহ্ (সাঃ) এর হাত কোন মহিলার হাতের সহিত স্পর্শ হইতনা ব্যতিক্রম শুধু যে মহিলা তাঁর নিজের হইতেন।

(সহি বুখারী কিতাবুল আহ্কাম বাব বায়আতুননেসা)

হযরত আকদাস মসীহ্ মাউদ (আঃ) এর বায়আত গ্রহণের পূর্বে কিছু সৎস্বভাব এবং ইসলামের বেদনা যাহাদের অন্ড়রে বিদ্যমান ছিল এমন সুফী ব্যাক্তিবর্গ অনুধাবন করিয়াছিলেন যে, এই সময়ে ইসলামের এই দোদুল্যমান তরীকে সলিল সমাধি হইতে রক্ষা করিতে এবং ইসলাম দরদী ব্যাক্তি যদি কেহ থেকে থাকে তবে তিনি হইলেন একমাত্র হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ কাদিয়ানী (আঃ) এবং ইনিই মসীহ্ ও মাহ্দী।

সুতরাং জনগন তাঁর নিকট আবেদন করিতে থাকে যে, আপনি বয়আত গ্রহণ কর ন । কিন্তু হুযুর সর্বদাই এই উত্তরই দিতেন যে, " " (আমি 'মামুর' (প্রত্যাদিষ্ট) নই)। সুতরাং একদা তিনি মির আব্বাস আলী সাহেবের মাধ্যমে মৌলভী আব্দুল কাদের সাহেব (রাঃ) কে পরিষ্কার লিখিয়াছিলেন যে, "এই অধমের হৃদয়ে একত্ব খোদার মধ্যে নিজেকে অর্পন করার বাসনা জাগ্রত রহিয়াছে এবং যেহেতু বয়আতের সম্বন্ধে খোদার নিকট হইতে কোন জ্ঞান দান করা হয় নাই। সেহেতু লৌকিকতা দেখানোর রাস্ড়য় গমন করা অনুচিত হইবে।

মৌলভী সাহেব দ্বিনের সেবায় অত্মনিয়োজিত করার জন্য সচেষ্ট হউন, এবং বিশুদ্ধ ও ভালবাসার পরিস্রুত ঝরনার মাধ্যমে এই চারা গাছের পরিচর্যায় লিপ্ত থাকুন। তবেই এই পথ ইনশাআল্লাহ্ অতীব উত্তম হইবে।

(হায়াতে আহ্মদ দ্বিতীয় খন্ড দুই নম্বর পৃঃ-১২-১৩)

খোদাতায়ালার নিকট হইতে বয়আত গ্রহণের আদেশঃ অবশেষে ছয় সাত বৎসর পর ইং ১৮৮৮ সনের প্রথম ত্রৈমাসিক অর্থাৎ প্রাথমিক তিন মাসে আল্লাহর নিকট হইতে তাঁহাকে (আঃ) বয়আত গ্রহণের আদেশ হইল। এই ঐশী আদেশ যে সমস্ত শব্দের মাধ্যমে পৌঁছাইয়াছিল তাহার অর্থ হইল-

যখন তুমি সংকল্প করিয়া লইবে তখন আলণ্ঢাহ্ তালার উপর ভরসা করিবে। এবং আমার সম্মুখে আমার ওহী (ঐশী আদেশ) অনুযায়ী নৌকা তৈরী কর। যে সমস্ত ব্যাক্তি তোমার হস্তে বয়আত করিবে আল্লাহ্তালার হস্ত তাহাদিগের হস্তের উপর হইবে। (ইশতেহার ১ম ডিসেম্বও ১৮৮৮ পৃঃ-২)

হুযুর (আঃ) এর স্বভাব এইরূপ ছিল যে, তিনি ইহা অপছন্দ করিতেন যে, সমস্ত ধরনের সতেজ অথবা শুষ্ক ব্যাক্তি এই বয়আতের শিকলে আবদ্ধ হউক। এবং তাঁর অন্ত্রর এই ইচ্ছা পোষণ করিত যে, এই পবিত্র শিকলে কেবল ঐ সমস্ত ব্যাক্তিবর্গই আবদ্ধ হউক যাঁহাদের চরিত্রে আনুগত্যের অস্তিত্ব আছে যাহা অপরিপক্ক নয়। সেইজন্য তাঁহার এমন একটি অনুষ্ঠানের অপেক্ষা ছিল যাহা ইমানদার এবং মুনাফিকের মধ্যে পার্থক্য করিয়া দেখাইবে।

আল্লাহ জাল্লা শানুহু (যাহার মর্যাদা অসীম) অসীম নিপুনতা ও রহমতের মাধ্যমে সেই অনুষ্ঠানের পরিস্থিতি সেই বৎসর নভেম্বর ১৮৮৮ সনে প্রথম বশির এর মৃত্যুর সময় করিয়া ছিলেন (ইনি হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) এর পুত্র ছিলেন)।দেশে আপনার বির দ্ধে বিরুদ্ধচারিতার এই কটি আওয়াজ ব্যাপ্ত হইয়া গেল এবং নিশ্চিন্তাশীলগন সন্দেহান্বিত হইয়া দূরে সরিয়া (আলাদা হইয়া) গেলেন। সুতরাং ঐ ঘটনা আপনার দৃষ্টিতে এই পবিত্র জামাতের প্রাথমিক অবস্থায় উত্তম মুহূর্ত হিসাবে গণ্য হইয়াছিল।

এবং তিনি ১লা ডিসেম্বর ১৮৮৮ তারিখে একটি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বয়আতের প্রকাশ্য ঘোষণা করিলেন। হযরত আকদাস (আঃ) ইহাও উপদেশ দিলেন যে, সুন্নত অনুযায়ী ইস্তেখারার পর বয়আতের জন্য উপস্থিত হউন।

(ইস্তেহার তকমীল তবলীগ ১২জানুয়ারী ১৮৮৯)

অর্থাৎ প্রথমে দোয়া করুন, ইশতেখারা (লক্ষণ দ্বারা শুভাশুভ বিচার) করুন, তাহার পর বয়আত কর ন।

এই বিজ্ঞাপনের পর হযরত আকদাস লুধিয়ানা প্রস্থান করিলেন এবং সুফী আহমদ জান সহেবের নব মহল্লায় অবস্থিত গৃহে অবস্থান করিলেন।

(হায়াতে আহমদ-তৃতীয় খন্ড,প্রথম ভাগ পৃঃ-১)

বয়আতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী

এই স্থান হইতে আপনি ইং 8ঠা মার্চ ১৮৮৯সনে আরও একটি বিজ্ঞাপনে বয়আতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলীর উপর আলোকপাত করিয়া লিখিলেন-" এই সিলসিলা বয়আতের একান্ত উদ্দেশ্য মুত্তাকী গণের একত্রিকরণ। অর্থাৎ খোদাভীরু ব্যাক্তি বর্গকে একত্রিত করার জন্য। যাহাতে মুত্তাকীগণের একটি বড় দল এই পৃথিবীতে নিজেদের প্রভাব ফেলিতে পারে। এবং তাহাদের এই ইসলামের সেবায় অতি সত্বর কাজে লাগে এবং তাহারা যেন অলস এবং কৃপণ ও অকেজো মুসলমান রূপে পরিণত না হয় এবং না ঐ অযোগ্য ব্যাক্তিবর্গের ন্যায় যাহারা নিজেদের মধ্যে মতভেদ ও অনৈক্যের দরুন ইসলামের অসাধারণ ক্ষতিসাধন করিয়াছে। এবং তার সৌন্দর্যময় রূপকে নিজেদের পাপময় কর্মকান্ডের মাধ্যমে কালীমা লেপন করিয়া দিয়াছে। এবং না এখন উদাসীন দরবেশ এবং নির্জনবাসীদের মত যাঁহার ইসলামীয় চাহিদার প্রতি মনোনিবেশ করার কোন গুরুত্ব নাই। এবং নিজ ভ্রাতা দিগের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শনের কোনই প্রয়োজন নাই এবং জনমানবের উপকারের জন্য কোনই আগ্রহ নাই। বরং তাহারা জাতির এমনই সেবক হইবে যাহারা গরীব দুখীর আশ্রয় দাতা হইয়া যাইবে, এতিম দিগের জন্য পিতৃসমতুল হইবে। পবিত্রাত্মা এবং ইসলামী কার্যসমূহকে পরিপূর্ণ করিবার জন্য ব্যাকুল প্রেমিকের মত বিলীন হইবার জন্য সদা সর্বদা প্রস্তুত থাকিবে। এবং সমস্ত প্রচেষ্টা কেবল এই উদ্দেশ্যে করিবে যাহাতে তার সাধারণ কল্যাণ পৃথিবীতে বিস্তার হয় এবং ঐশি প্রেম এবং খোদার বান্দা দিগের সেবার পবিত্র প্রস্রবণ (ঝরনা) প্রত্যেক অন্তর হইতে প্রবাহিত হইয়া একস্থানে মিলিত হইয়া একটি সমুদ্রের ন্যায় প্রবাহিত হইতে দেখা যায়।... .. খোদা তায়ালা এই দলকে নিজ মহিমা ও প্রতাপ প্রকাশের উদ্দেশ্যে নিজের বিশেষ ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। পুনরায় তাহার উন্নতি প্রদান করিতে চাহিয়াছেন । এই ধরাপৃষ্ঠে খোদার ভালবাসা এবং আন্ড়রিক অনুতাপ এবং পবিত্রতা এবং প্রকৃত পূণ্য এবং শাস্তি এবং যোগ্যতা এবং মানবের সেবাকে প্রসারিত করিয়া দিতে পারেন। সুতরাং এই দল একটি বিশেষ দল হইবে। এবং তাহাদিগকে নিজ পবিত্রাত্মা হইতে শাস্তিদান করিবেন। এবং তাঁহাদিগকে জাগতিক অপবিত্র জীবন হইতে পরিচ্ছন্ন করিবেন এবং তাহাদের জীবনে একটি পবিত্র পরিবর্তন ঘটাইবেন। এবং যেমন তিনি নিজ পবিত্র ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, এই দলকে ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ করিবেন। এবং সহস্র সত্যবাদীগণকে ইহার মধ্যে প্রবেশ করাইবেন। নিজেই ইহার পানি সিঞ্চন করিয়া ইহার বৃদ্ধি দান করিবেন। এমন কি তাঁহাদিগের প্রাচুর্য এবং আশীষ বিষ্ময়কর প্রতীয়মান হইবে। এবং তাহারা ঐ প্রদীপের সমতুল্য হইবে যাহাকে একটি উচ্চ স্থানে রাখা হয়, বিশ্ব ব্যাপি নিজ আলো বিচ্ছুরিত করিবে এবং ইসলামী কল্যাণ সমূহের একটি জলন্ত নিদর্শন হইবে। তিনি এই সিলসিলার পূর্ন অনুসারীবর্গকে সমস্তপ্রকার কল্যাণ প্রদানে অন্যান্য সিলসিলার অনুসারীবর্গের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিবেন। এবং সদা সর্বদা কেয়ামত ব্যাপি তাহাদের মধ্য হইতে এমন

এরপর ১১পাতায়...

জুমআর খুতবা

“আর্থিক কুরবানী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর জামা’তের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য”

নববর্ষের সত্যিকার সাধুবাদ হলো আমাদের এই অঙ্গীকার করা যে, আল্লাহ্ তা’লা আমাদেরকে আরো একটি নববর্ষের সূর্য দেখিয়েছেন আর তাতে আমাদের প্রবিষ্ট করেছেন, এতে আমাদেরকে আমাদের অভ্যন্তরীন দুর্বলতা ও অমানিশাকে দূর করার চেষ্টা করতে হবে। বিগত বছর যে সমস্ত ভুলভ্রান্তি এবং ঘাটতি রয়ে গেছে, আমাদের সেগুলি দূর করার অঙ্গীকার করা উচিত। নিজেদের জীবনে পূর্বের চেয়ে বেশি পবিত্র -পরিবর্তন আনয়নের চেষ্টা করব, যা অর্জ নের জন্য আপনারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর হাতে বয়আত করেছেন।

নববর্ষের প্রথম রাতে তাহাজ্জুদ এবং বাজামাত নামায পড়া সারা বছরের পুণ্যের বিকল্প হতে পারে না। বরং যথাসাধ্য সারা বছর এই প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা প্রকৃত পুণ্য।

এ যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কুরআন করীম এবং হযরত রসূলে করীম (সা.) এর উক্তি ও নির্দেশাবলীর আলোকে এই আর্থিক কুরবানী সংক্রান্ত বিশেষ অন্তর্দৃষ্টি আমাদেরকে দান করেছেন।

আর্থিক কুরবানীর ফলে আমাদের কল্যাণ সাধন হয়।

বিরুদ্ধবাদীরা তো জামাতকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার বাসনা রাখত, কিন্তু সেই বিরোধীতা কিছু কিছু আহমদীকে ঈমানের ক্ষেত্রে পূর্বাপেক্ষা দৃঢ় করেছেন।

আমাদের কাজ হল আত্ম সংশোধন করা, আল্লাহ্ সামনে নতজানু হওয়া, সমধিক হারে তবলীগ ও কুরবানীর দিকে দৃষ্টি দেওয়া এবং ইসলামের সত্যতা জগতের সামনে তুলে ধরা।

আল্লাহ্ তা’লা সমস্ত দেশের চাঁদায় অংশগ্রহণকারীদের প্রাণ ও সম্পদে আশিস দান করুন এবং তাদেরকে ভবিষ্যতেও উন্নত কুরবানী পেশ করার তৌফিক দান করুন।

সারা বিশ্বে পাকিস্তান নিজেদের প্রথম স্থান বজায় রেখেছে। এরপর রয়েছে যুক্তরাজ্য, জার্মানী ও যুক্তরাষ্ট্র।

ওয়াকফে জাদীদের ৬১তম বছরের সমাপ্তি এবং নতুন বছরের ঘোষণা উপলক্ষ্যে ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার অঙ্গীকার পালনকারী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী নিষ্ঠাবান আহমদীদের আর্থিক কুরবানীর ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলী এবং নতুন বছরের যথার্থ শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের তাৎপর্য।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো’মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে প্রদত্ত ৪ জানুয়ারী , ২০১৮, এর জুমুআর খুতবা (৪ সুলাহ, ১৩৯৭ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূ র আনোয়ার (আই.)বলেন: আজকে ২০১৯ সনের প্রথম জুমআ। এ প্রেক্ষাপটে আমি সারা বিশ্বের আহমদীদেরকে সর্বপ্রথম নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাতে চাই। আল্লাহ্ তা’লা এ বছরকে আমাদের জন্য কল্যাণময় করুন এবং সীমাহীন সাফল্য নিয়ে আসুন। কিন্তু আমাদের এটিও স্মরণ রাখা উচিত যে, কেবল প্রথাগত শুভেচ্ছা বিনিময়ের কোন লাভ নেই। আর প্রথাগত শুভেচ্ছা বিনিময় খোদার সন্তুষ্টিভাজনও করে না। নববর্ষের সত্যিকার সাধুবাদ হলো আমাদের এই অঙ্গীকার করা যে, আল্লাহ্ তা’লা আমাদেরকে আরো একটি নববর্ষের সূর্য দেখিয়েছেন আর তাতে আমাদের প্রবিষ্ট করেছেন, এতে আমাদেরকে আমাদের অভ্যন্তরীন দুর্বলতা ও অমানিশাকে দূর করার চেষ্টা করতে হবে। বিগত বছর যে সমস্ত ভুলভ্রান্তি এবং ঘাটতি রয়ে গেছে, আমাদের সেগুলি দূর করার অঙ্গীকার করা উচিত। নিজেদের জীবনে পূর্বের চেয়ে বেশি পবিত্র - পরিবর্তন আনয়নের চেষ্টা করব, যা অর্জ নের জন্য আপনারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর হাতে বয়আত করেছেন। এক জায়গায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একজন আহমদীর দৃষ্টান্ত কেমন হওয়া উচিত- তা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

“মানুষের বয়আত করে কেবল এই বিশ্বাস পোষণ করলে চলবে না যে, এই জামা’ত সত্য আর কেবল এতটুকু মানলেই সে সমূহ কল্যাণের ভাগী হবে।..... তিনি বলেন, এই জামা’তে যখন প্রবেশ করেছ, পুণ্যবান ও মুত্তাকী হওয়ার চেষ্টা কর, সকল পাপ এড়িয়ে চল, দিবারাত্র অনুনয় বিনয়ে লেগে থাক, নম্রভাষী হও, এস্তেগফার করাকে নিজের প্রাত্যহিক অভ্যাসে পরিণত কর, নামাযে দোয়া কর, অর্থাৎ নামাযে দোয়া তখনই হবে যদি যথাযথভাবে নামায পড়া হয়, যদি সুন্দরভাবে একাগ্রতার সাথে নামায পড়া হয়।..... তিনি বলেন, নিছক ঈমান আনা মানুষের কাজে আসে না। আল্লাহ্ তা’লা শুধু কথায় সন্তুষ্ট হন না। কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা’লা ঈমানের সাথে নেক কর্মকেও যুক্ত করেছেন। তিনি বলেন, আমলে সালেহ্ বা নেক কর্ম সেটি যাতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি বিচ্যুতি থাকেনা।”

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৭৪-২৭৫, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ)

অতএব এই হলো মান, এই হলো কর্মপন্থা, যা আমরা এ বছর যদি মেনে চলি, এসব লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিজেদের সমূহ শক্তি-সামর্থ্যকে যদি কাজে নিয়োজিত করি, তাহলে নিশ্চয় এ বছর আমাদের জন্য বরকতময় হবে আর অনেক কল্যাণ বয়ে আনবে। যদি এটি না হয় তাহলে আমি যেভাবে বলেছি, আমাদের নববর্ষের শুভেচ্ছা কেবল প্রথা সর্বস্ব হবে। নববর্ষের প্রথম রাতে তাহাজ্জুদ এবং বাজামাত নামায পড়া সারা বছরের পুণ্যের বিকল্প হতে পারে না। বরং যথাসাধ্য সারা বছর এই প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা প্রকৃত পুণ্য। আল্লাহ্ তা’লা আমাদেরকে এর সামর্থ্য দান করুন, আর বাস্তবে এই বছরটি আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে অশেষ কল্যাণ বয়ে আনুক, আর আমরা যেন জামাতের উন্নতিও দেখতে পাই।

এরপর আমি আজকের দ্বিতীয় বিষয়ের দিকে আসছি। যেমনটি কিনা আমরা জানি, জানুয়ারি থেকে ওয়াকফে জাদীদের নববর্ষের সূচনা হয় আর জানুয়ারির প্রথম বা দ্বিতীয় খুতবায় সচরাচর ওয়াকফে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা দেওয়া হয়ে থাকে। আল্লাহ্‌র কৃপায় আর্থিক কুরবানী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর জামা’তের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, আর কেনই বা হবে না, এ যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কুরআন করীম এবং হযরত রসূলে করীম (সা.) এর উক্তি ও নির্দেশাবলীর আলোকে এই আর্থিক কুরবানী সংক্রান্ত বিশেষ অন্তর্দৃষ্টি আমাদেরকে দান করেছেন। কুরআনের অনেক জায়গায় আল্লাহ্ তা’লা তাঁর

পথে ব্যয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। এটি এজন্য নয় যে, আমাদের সম্পদের আল্লাহ্ তা'লার কোন প্রয়োজন আছে, বরং এই জন্য যে, এতে আমাদের কল্যাণ সাধন হয়। আর সামগ্রিকভাবে জামা'তের উন্নতি আমরা লক্ষ্য করি এবং জামা'তের উন্নতি হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন,

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَ اسْمَعُوْا وَ اَطِيْعُوْا وَ اَنْفِقُوْا
خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ ۔ وَ مَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

(সূরা আত্ তাগাবুন: ১৭)

অর্থাৎ অতএব তোমরা সাধ্য অনুসারে আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, আর শুন এবং আনুগত্য কর আর খরচ কর। এটি তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর যাদেরকে হৃদয়ের কার্পণ্য থেকে রক্ষা করা হয়, এরাই সফলকাম হয়ে থাকে। এরপর পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ

(সূরা আত্ তাগাবুন: ১৮)

অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে 'করযায়ে হাসানা' দাও তাহলে তিনি তা তোমাদের জন্য বর্ধিত করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ্ তা'লা মূল্যায়নকারী এবং সহনশীল।

অতএব যে আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে আল্লাহ্ তা'লা তাকে বর্ধিত করে ফেরত দেন। এই আর্থিক কুরবানীর ফলশ্রুতিতে ব্যক্তিগত লাভও হয় আর জামা'তেরও উন্নতি হয়, যা অবশেষে ব্যক্তিগত উন্নতিরও কারণ হয়। একইভাবে মহানবী (সা.) বলেছেন, কার্পণ্য পরিহার কর। কার্পণ্যই অতীতের বিভিন্ন জাতিকে ধ্বংস করেছে। (সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুয যাকাত) অনুরূপভাবে অন্যত্র তিনি বলেছেন, অর্ধেক খেজুর দেওয়ার সামর্থ্য থাকলে তা দিয়ে হলেও অগ্নি থেকে আত্মরক্ষা কর। (সহী বুখারী, কিতাবুয যাকাত)

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পথে যৎ সামান্য খরচ করা এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য দান করা আগুন থেকে রক্ষা করে। অতএব এসব আর্থিক কুরবানী আমাদের নিজেদেরই কল্যাণের জন্য। আর্থিক কুরবানীর গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

তোমাদের জন্য এটি সম্ভব নয় যে, যুগপৎ আল্লাহ্‌কেও ভালোবাসবে আর সম্পদকেও। শুধু একটিকে ভালোবাসতে পার। অতএব সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি, যে শুধু আল্লাহ্‌কে ভালোবাসে। তোমাদের কেউ যদি আল্লাহ্‌র ভালোবাসায় তাঁর পথে সম্পদ ব্যয় করে তাহলে আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, তার সম্পদে অন্যদের চেয়ে বেশি কল্যাণ দান করা হবে। কেননা সম্পদ নিজ থেকে আসে না বরং আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আসে। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জন্য সম্পদের একটি অংশ ছেড়ে দেয় সে অবশ্যই তা ফিরে পাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি সম্পদকে ভালোবেসে খোদার পথে সেই খিদমত করে না যা করা উচিত, সে অবশ্যই সেই সম্পদ হারাবে। অর্থাৎ তা নষ্ট হবে বা ধ্বংস হবে। তিনি বলেন, এই কথা ভেবোনা যে, সম্পদ তোমাদের চেষ্টার ফসল, বরং তা খোদার পক্ষ থেকে আসে। আর এ কথা মনে করো না যে, তোমরা সম্পদের কোন অংশ দিয়ে বা অন্য কোন ভাবে কোন খিদমত করে খোদা তা'লা এবং তাঁর প্রেরিত মহাপুরুষের ওপর কোন অনুগ্রহ করছ। বরং এটি তাঁর অনুগ্রহ যে, তিনি তোমাদেরকে এই সেবার সুযোগ প্রদান করেন। নিশ্চিত জেনো যে, এই কাজ স্বর্গীয়। আর তোমাদের খিদমত নিছক তোমাদের কল্যাণার্থে। "

(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৯৭-৪৯৮)

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর হাতে বয়আতকারীরা ত্যাগ ও সেবার এই চেতনা ও প্রেরণাকে বুঝেছে এবং খুব ভালোভাবে অনুধাবন করেছে। আর উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে কুরবানীর প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করেছে। যারা বেশ কিছুকাল থেকে আহমদী কেবল তারাই নয় বরং নতুন বয়আতকারীরাও বয়আত করার পর এই আর্থিক কুরবানীর সত্যিকার মর্ম ও বাস্তবতা উপলব্ধি করে। এমনও আছে যারা চরম দারিদ্রের মাঝে দিনাতিপাত করছে, কিন্তু আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে কারো থেকে পিছিয়ে থাকা তারা পছন্দ করে না, আর সেভাবে আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করে যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)এর যুগে সাহাবীরা করেছিলেন। আর যাদের সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)তখন বলেছিলেন যে, আমার জামা'তের ভালোবাসা এবং নিষ্ঠায় আমি আশ্চর্য হই যে, এদের কেউ কেউ খুবই সামান্য আয় উপার্জনশীল, এরপর তিনি উদাহরণ দেন, যেমন- মিয়া জামালুদ্দিন, খায়রুদ্দিন এবং ইমামুদ্দিন কাশ্মীরি। তিনি বলেন, এরা আমার গ্রামের পাশেই বসবাস করেন। এই তিন ভাই-ই কায়িক শ্রম করে দৈনিক হয়ত তিনি চার আনা-ই উপার্জন করে থাকেন, অথচ তারা উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে মাসিক চাঁদা দেন এবং চাঁদার ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত।

(আঞ্জামে আথাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১১, পৃ: ৩১৩)

এ হলো সেসব পুণ্যবানদের তখন ধর্ম প্রচারের জন্য ত্যাগ স্বীকার, যার কল্যাণে আজ তাদের সন্তানসন্ততি এবং পরবর্তী প্রজন্ম স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটাচ্ছে। আমি যেভাবে বলেছি, এই চেতনাই কোন কোন স্থানে আজও আমাদের চোখে পড়ে, বরং অনেক জায়গায় চোখে পড়ে। আর দূরদূরান্তের মানুষের মাঝেও তা পরিলক্ষিত হয় যারা মসীহ্ মওউদ (আ.)এর যুগের শত বছর পর জন্মগ্রহণ করেছে বা আহমদীয়াত গ্রহণ করেছে আর কখনো সরাসরি যুগ খলীফার সাথে সাক্ষাৎও করে নি, কিন্তু ধর্মের ভালোবাসা, খিলাফতের আনুগত্য, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর সাথে বিশ্বস্ততার অঙ্গীকার, বয়আতের অঙ্গীকার, ধর্মের জন্য ত্যাগ স্বীকারের স্পৃহা এত বেশি যে, আশ্চর্য হতে হয়। শুধু এই বিষয়টি যদি বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে শুধু এটিই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর সত্যতার প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট। খোদার সত্তা ছাড়া আর কেউ এই প্রেরণা হৃদয়ে সঞ্চার করতে পারে না। কিছু মানুষের কুরবানী এবং তাদের সাথে খোদা তা'লার ব্যবহার সংক্রান্ত ঘটনাবলীর কতক এখন আমি উপস্থাপন করছি।

ঘানার এক বন্ধু হলেন, ফ্রিমপঙ্গ সাহেব। তিনি বলেন, কয়েক বছর পূর্বে আমার পড়াশোনার উদ্দেশ্যে পাঁচ হাজার পাউন্ড ফিস দেওয়ার ছিল। তখন আমি চাকরিও করছিলাম, কিন্তু আমার বেতন খুব বেশি ছিল না। আমি বারো মাসের বেতন একত্রিত করলেও এত টাকা হতো না। যাহোক ব্যাংক থেকে আমি তিন হাজার পাউন্ড ঋণ পেয়েছিলাম আর আমার বেতনের শতকরা ৪০ ভাগ প্রতি মাসে ঋণ পরিশোধ খাতে চলে যেতো। তা সত্ত্বেও আমি পুরো বেতনের ওপর চাঁদা দিতাম। এই চিন্তা করি নি যে, শতকরা ৪০ ভাগ বের হয়ে যায়। তিনি বলেন, একদিন আমি কুমাসি মিশন হাউসে যাই, (কুমাসি ঘানার একটি শহর।) সার্কিট মিশনারী আমাকে ওয়াকফে জাদীদের চাঁদার কথা স্মরণ করান। তখন আমি আমার পকেটে হাত দিয়ে দেখি সে পরিমাণ টাকা-ই ছিল যার ওয়াদা আমি করেছিলাম। কিন্তু আমি ভাবলাম যে, এই অঙ্ক যদি চাঁদা খাতে পরিশোধ করে দিই তাহলে আমার কাছে বাকি দিনগুলোতে কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার জন্য ভাড়াও থাকবে না। তিনি বলেন, যাহোক আমি সেই টাকা তখন চাঁদা খাতে পরিশোধ করে দিই। আমি মিশন হাউস থেকে বাসায় যাওয়ার পথে ফোনে বার্তা আসে যে, আমার ব্যাংক একাউন্টে কিছু টাকা জমা হয়েছে, যা আমি চাঁদায় যত টাকা দিয়েছিলাম তার চেয়ে পাঁচ গুণ বেশি ছিল। যেমনটিহযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা বর্ধিত করে ফেরত দেন। তিনি বলেন, আমি ভাবলাম যে, হয়ত ভুলবশত ব্যাংক থেকে এই টাকা এসে গেছে যা তারা পরে ফেরত নিবে, কেননা বেতন তো পূর্বেই আমার একাউন্টে জমা হয়ে গিয়েছিল কিন্তু পরের দিন আমি যখন আমার কর্মস্থলে যাই তখন জানতে পারলাম যে, সরকারের পক্ষ থেকে এই টাকা এসেছে যা বিগত মাসগুলোর পাওনা ছিল। তখন আমি খোদার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি যে, আল্লাহ্ তা'লা আশঙ্কা সত্ত্বেও চাঁদা আদায়ের মনোবল দিয়েছেন। সেদিন থেকে আমি রীতিমত আমার ওয়াদা এবং চাঁদা পরিশোধ করার প্রতি গভীর মনোযোগ প্রদান করি। এরা হলো আফ্রিকার মানুষ তথা সুদূর দেশে বসবাসকারী মানুষ।

বুরকিনা ফাসো আফ্রিকার আরেকটি দেশ, যা ফরাসীভাষীদের দেশ। সেখানকার এক শহর বো-বো জেলাসো-এর মুবাল্লেগ লিখেন যে, একজন নতুন বয়আতকারী খাদেম যুদী সাহেব কিছুকাল থেকে মানসিক ব্যাধির কারণে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন, ঘুমের ট্যাবলেট ব্যবহার করতেন। বিষণ্নতায় ভুগছিলেন আর তা চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। একদিন আমাদের কাছে মিশন হাউসে আসেন আর তার ওয়াকফে জাদীদ আর তাহরীকে জাদীদের চাঁদা কত তা জিজ্ঞেস করেন, কেননা তিনি তা পরিশোধ করতে চান। আমাদের মুবাল্লেগ বলেন যে, সাধ্য অনুসারে আপনি যতটা

ইমামের বাণী

"দেখ, আমি তোমাদেরকে সত্য সত্যই বলছি, সেই ব্যক্তি ধ্বংস হয়েছে, যে ধর্মের সাথে কিছু পার্থিব স্বার্থের সংমিশ্রণ রাখে।"

(আল-ওসীয়্যত, পৃষ্ঠা: ১৯)

দোয়াপ্রার্থী: আযকারুল ইসলাম, জামাত আহমদীয়া
আমাইপুর, বীরভূম

পারেন এই খাতে পরিশোধ করুন। তখন তিনি বলেন যে, মোটামুটি মানসম্মত চাঁদা কত হয়। মুবাল্লেগ সাহেব তাকে অবহিত করেন। তিনি সানন্দে চাঁদা পরিশোধ করে ফিরে যান। কিছুদিন পর পুনরায় মিশন হাউসে আসেন এবং বলেন, আমি অসুস্থ ছিলাম, চাঁদার কল্যাণে এখন আমার অবস্থা অনেক ভালো। আমি ঘুমের ট্যাবলেট খাওয়াও ছেড়ে দিয়েছি আর আন্তরিক প্রশান্তি বোধ করছি। এরপর আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়, চাঁদা দেন, ইবাদতের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয়, এর ফলে আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করেন। অথচ এর পূর্বে তার অবস্থা এমন ছিল যে, আত্মহত্যা করার কথা মাথায় আসতো।

যুক্তরাজ্যের এক বন্ধু বলেন, স্বল্পকাল পূর্বে আমাকে ফোনে তাহরীকে জাদীদের চাঁদা প্রদানের কথা স্মরণ করানো হয়। আর বলা হয় যে, গত বছর আপনি এই পরিমাণ চাঁদা দিয়েছিলেন। তখন আমি গত বছরের চেয়ে কিছু বেশি পরিশোধের ওয়াদা লেখাই। তখন আমার কাছে কোন অর্থ ছিল না। আমি দোয়া করি যেন আল্লাহ্ তা'লা কোন জায়গা থেকে ব্যবস্থা করে দেন। তিনি বলেন, দুই সপ্তাহ পর আয়কর বিভাগের পক্ষ থেকে আমি চিঠি পাই যে, আমি এ বছর বেশি কর পরিশোধ করেছিলাম, আর তারা সেই অর্থ ফেরত দিচ্ছিল। আমি নিজে একজন একাউন্টেন্ট। নিজের কর ইত্যাদি সম্পর্কে আমার ভালো জ্ঞান আছে। কিন্তু আল্লাহ্তা'লা নিদর্শনমূলকভাবে এই টাকার ব্যবস্থা করেন। কেননা আমার হিসাব অনুসারে পুরো কর পরিশোধ করা হয়েছিল। তিনি বলেন, এর কয়েক মাস পর প্রেসিডেন্ট সাহেব পুনরায় ফোন করেন। ওয়াকফে জাদীদের চাঁদার বরাতে স্মরণ করান আর বলেন যে, গত বছর আপনি এত টাকা চাঁদা পরিশোধ করেছিলেন। তখন আমি বিগত বছর থেকে কিছুটা বর্ধিত করে ওয়াদা করি। ঘটনাক্রমে তখনও আমার কাছে টাকা ছিল না। তখন আমি ভাবলাম যে, ইতিপূর্বে তো আল্লাহ্ তা'লা করের টাকা ফেরত পাঠিয়েছেন কিন্তু এখন বাহ্যত কোন উপায় চোখে পড়ছে না। তিনি বলেন, তখন আমি দোয়া আরম্ভ করি। এক সপ্তাহ পরেই আমি আমার কাগজপত্র নিরীক্ষণ করছিলাম, একটা বিল চোখে পড়ে যার সাথে কিছু অফারও ছিল। আমি কোম্পানিকে ফোন করি। সেই অফার অনুসারে প্রিপেইড কার্ড বানিয়ে আমার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আর তাতে চাঁদা খাতে আমার যত পরিশোধ করার ছিল তার চেয়ে বেশি টাকা ছিল। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা পরিশোধের ব্যবস্থা করেন। আল্লাহ্ তা'লা শুধু

আফ্রিকাতেই এরূপ দৃশ্য দেখান না বরং যেখানেই মানুষ সদিচ্ছা নিয়ে চাঁদা পরিশোধ করে, সেখানেই আল্লাহ্ তা'লা এমন দৃশ্য দেখিয়ে থাকেন।

বুরকিনা ফাসো থেকে মুবাল্লিগ বাশারত আলী সাহেব বলেন, বোরোমো অঞ্চলের একজন নতুন বয়আতকারী আহমদী কোনে আদম সাহেবকে গত বছর ওয়াকফে জাদীদের চাঁদার কথা বলা হলে তিনি প্রত্যেক বছর গ্রামের মৌলভীকে যা দিতেন তা চাঁদা খাতে পরিশোধ করেন। তিনি মুসলমান ছিলেন, বলেন যে, পূর্বে মৌলভীদের দিতাম, এখন যেহেতু বয়আত করেছেন তাই চাঁদা খাতে প্রদান করেন। এটি তার পিতার দৃষ্টিগোচর হলে তিনি খুব রাগান্বিত হন আর সম্পত্তির একটি অংশ দিয়ে তাকে আলাদা করে দেন। এ বছর তিনি ফসল লাগিয়েছেন। আল্লাহ্র ফযলে খুব ভালো ফসল হয়েছে। কোন কোন জায়গায় অতিবর্ষনের ফলে ফসল নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার সেই ফসলও নষ্ট হয়নি যা জলাবদ্ধ ভূমিতে ছিল। অথচ তার পিতা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের ফসল অতিবর্ষনের ফলে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তিনি পুনরায় ফসল লাগানোর ক্ষেত্রে তার পিতাকে সাহায্যও করেছেন আর নিজের ফসল থেকেও তাকে অংশ দেন। তিনি মুসলমান ছিলেন আর মুসলমানদের মধ্য থেকে আহমদী হয়েছেন। তার পিতা বলেন যে, নিশ্চয় তোমাদের জামা'তে চাঁদা দেওয়ার কারণে আল্লাহ্ তা'লা তোমার প্রতি কৃপা করেছেন, তার পিতা এই কথা স্বীকার করেন আর এটিও বলেন যে, তোমাদের জামা'ত সত্য, তুমি এর উপর প্রতিষ্ঠিত থেকো। আমার বাধ্যবাধকতা রয়েছে, আমি মৌলভীদের পরিত্যাগ করতে পারি না। কিছু প্রাচীন প্রথা এবং রীতি-রেওয়াজের শৃঙ্খলে তারা বাঁধা। এই বছরও চাঁদা বর্ধিত করে তিনি দ্বিগুণ ওয়াদা করেছেন।

গাম্বিয়ার কিয়াং জেলার একটি গ্রামে জামা'তের বিরোধীরা জামাতের সদস্যদের আহমদীয়াত থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করে আর এই দাবি করে যে, সব আহমদীদের আহমদীয়াত থেকে বিচ্যুত করার ক্ষেত্রে তারা সফল হয়েছে। তখন জালে নামে আমাদের এক আহমদী সদস্য মুয়াল্লেম সাহেবকে বলেন, বিরোধীদের অপচেষ্টা এক সার হিসেবে কাজ করছিল, কেননা এই বিরোধিতার পূর্বে আমি সক্রিয় আহমদী ছিলাম না। কিন্তু এখন কেবল ওয়াকফে জাদীদ এবং তাহরীকে জাদীদের চাঁদাই দিচ্ছিনা বরং আমি ওসীয়্যত স্কীমেরও অন্তর্ভুক্ত হয়েছি। বিরোধীরা জামা'তকে নিশ্চিহ্ন করতে চাইতো কিন্তু এই বিরোধিতা কিছু আহমদীর ঈমান কয়েক গুণ বৃদ্ধি করেছে।

একটি দেশের নাম হলো গিনি কোনাকুরি। সেখানকার এক বন্ধু একুবি সাহেব বলেন, মুবাল্লেগ ইনচার্জ আমার বিগত বছরের ওয়াকফে জাদীদ সংক্রান্ত খুতবা তাকে পড়ে শোনান যাতে আমি আর্থিক কুরবানীর কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করেছিলাম। তিনি বলেন, আমার ওপর এর গভীর প্রভাব পড়ে। পরের দিন আমি ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিয়েরালিওন যাচ্ছিলাম। সফর খরচ হিসেবে আমার কাছে শুধু তিনশত ডলার ছিল। আমার অর্থের ভীষণ প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি তিনশত ডলার থেকে একশত ডলার আলাদা করে একটি খামে রেখে দিই ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা খাতে প্রদানের জন্য। এরপর আমি অন্যান্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ি আর খাম পাঠাতে ভুলে যাই। এরপর হয়তো মাত্র দুই ঘন্টা অতিবাহিত হয়েছিল। এমন সময় এক ব্যক্তি আমার অফিসে প্রবেশ করে আর আমার হাতে একটি খাম দিয়ে বলে যে, আপনার অমুক বন্ধু এটি পাঠিয়েছে। খাম খুলে দেখলাম যে, তাতে তিনশত ডলার ছিল আর তাতে লেখা ছিল যে, তুমি সফরে যাচ্ছ তাই তোমার পথ খরচের জন্য পাঠাচ্ছি। তখন আমার তাৎক্ষণিকভাবে মনে পড়লো যে, আমি তো এখনো সেই টাকা পাঠিয়েও আসিনি আর আল্লাহ্ তা'লা আমাকে কয়েক গুণ বর্ধিত করে ফেরত দিয়েছেন। আল্লাহ্র প্রশংসায় আমার মন ভরে যায় যে, তিনি আমাদেরকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর প্রিয় জামা'তভুক্ত হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন। অতএব এভাবে আল্লাহ্ তা'লা মানুষের ঈমান বৃদ্ধি করে চলেছেন। যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন যে, সম্পদ আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আসে- এই চেতনাবোধ তাদের মাঝে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বেনিনের একটি অঞ্চলের নাম হলো বুঈকো। মুবাল্লেগ সাহেব লিখেন যে, বুঈকো অঞ্চলের অবুমি জামা'তের প্রেসিডেন্ট আহুঙ্গান জেসক সাহেব বলেন, তারঅনেক বড় অঙ্কের ঋণ ছিল যা পরিশোধ করা সম্ভব হচ্ছিল না। এই অবস্থায় তার হালকার মুয়াল্লেম সাহেব ওয়াকফে জাদীদের চাঁদার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে বলেন যে, বছর প্রায় শেষ হতে চলেছে। যে এখনো চাঁদা আদায় করে নি তার উচিত দ্রুত চাঁদা আদায় করা। প্রেসিডেন্ট সাহেব বলেন যে, আমার কাছে তখন খুব একটা পয়সা ছিল না। ঋণগ্রস্ততার চিন্তার পাশাপাশি এই চিন্তাও হৃদয়ে ঘর করে যে, ওয়াকফে জাদীদের চাঁদাও দিতে হবে। আমার পকেটে যে ৫০০ ফ্রাঙ্ক ছিল তখনই তা চাঁদা খাতে প্রদান করি। এরপর ঘরে চলে আসি আর ঋণ পরিশোধের বিষয়ে দোয়া করি। পরের দিনই আমি কয়েক দিনের একটি কাজ পাই। এর যে পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা হয় তা আমার ঋণের অঙ্ক থেকে সামান্য বেশি ছিল। তাই আমি কাজ করতে সম্মত হই। কয়েক দিনের ভেতর সেই কাজ শেষ হয়ে যায়। পুরো ঋণও পরিশোধ হয় আর ঘরের রেশনেরও ব্যবস্থা হয়ে যায়। তিনি বলেন, আমি মনে করি এটি চাঁদারই কল্যাণ। এরা এসব কথাকে দৈব ঘটনা মনে করেন না, বরং বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ্ তা'লাই তাদের ব্যবস্থা করছেন।

মালির সিকাসো অঞ্চলের মুবাল্লিগ সাহেব বলেন যে, একজন নতুন বয়আতকারী আবু বকর সাহেব বলেন, আহমদীয়াত গ্রহণের পর চাঁদার বিস্ময়কর কল্যাণ আমি দেখেছি। প্রত্যেক বছর বর্ষা ঋতুতে আমার এক ছেলে অসুস্থ হয়ে পড়তো। যার চিকিৎসার পেছনে অনেক টাকা খরচ হতো। এর সাথে দুশ্চিন্তা তো হতোই এবং কাজ থেকে ছুটিও নিতে হতো। কিন্তু যখন থেকে আমি চাঁদা দেওয়া আরম্ভ করেছি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে সেই ছেলে আর অসুস্থ হয়নি। আর এতে বিন্দু মাত্র সন্দেহ নেই যে, এটি সম্পূর্ণভাবে খোদার পথে খরচেরই ফলাফল।

আইভরি কোস্ট এর সানপেদ্রো অঞ্চলের মুবাল্লিগ লিখেন যে, কায়েলিফা নামে একটি গ্রামের কয়েক ব্যক্তির আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য হয়। ২০১৮ সনের নভেম্বর মাসে আমি এই জামা'তে সফর করি আর রাতে সেখানে অবস্থান করি। গভীর রাত পর্যন্ত তবলীগ অব্যাহত থাকে। বেশ কিছু অ-আহমদী বন্ধু এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। এরপর এক আহমদী বন্ধুর ঘরেই ফজরের নামায পড়া হয়। এতে আহমদী বন্ধুরা উপস্থিত ছিলেন। সেই কয়েকজন আহমদী বন্ধুকে দরসের পর বলা হয় যে, আগামী মাস ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা প্রদানের শেষ মাস। সব আহমদীর এতে অংশ গ্রহণের চেষ্টা করা উচিত। দরসের পর মানুষ ঘরে ফিরে যায়। তিনি বলেন, আমি ভাবছিলাম যে, দারিদ্র কবলিত গ্রাম এটি, বেশি না আসলেও পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক সিফা তাদের পক্ষ থেকে চাঁদা হিসেবে হয়ত পাওয়া যাবে। আর তাদের অবস্থা অনুসারে এটি যথেষ্ট হবে। তিনি বলেন, ফিরে আসার সময় আমার আশ্চর্যের কোন সীমা ছিল না যখন এক বন্ধু আমার কাছে এসে বলেন যে, আমরা ক্ষমা চাচ্ছি কেননা ফসল এখনো পাকেনি আর অভাব অনটনও রয়েছে তাই আমরা

কেবল সতেরো হাজার ফ্রাঙ্ক সিফা প্রদান করছি। একই সাথে বলেন যে, দোয়া করুন আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য এবং ফসলে বরকত দিন যেন আমরা বেশি বেশি চাঁদা দিতে পারি।

ভারত থেকে ইন্সপেক্টর ইকবাল সাহেব লিখেন, কামোরেডি জামা'তে ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা প্রদান করতে বলা হয়। এক যুবক তখনই নিজের পুরো চাঁদা আদায় করে। এরপর সেদিনই তিনি অনেক বড় একটি অঙ্ক পাওয়ার সংবাদ পান যার আট বছরের অধিক কাল থেকে তিনি অপেক্ষায় ছিলেন। বরং এতটা সময় কেটে যায় যে, তিনি সেই টাকা ফেরত পাওয়ার আশাই ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি কেবল সেই টাকাই ফেরত পান নি বরং তার অস্থায়ী চাকরিও স্থায়ী হয়ে যায়। তিনি এতে খুবই আনন্দিত হন এবং বলেন যে, এটি শুধু খোদার পথে খরচ করার কারণে নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বলেন যে, এখন আমি প্রত্যেক বছর ১৫ দিনের আয় ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা খাতে প্রদান করব।

রোমানিয়া পূর্ব ইউরোপে অবস্থিত একটি দেশ। সেখানকার মুবাল্লিগ লিখেন যে, ফাহিম সাহেব এখানকার একজন স্থানীয় আহমদী এবং আলবেনিয়ান বংশোদ্ভুত। তিনি দর্জির কাজ করেন। চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্রে তিনি নিয়মিত। হাসিমুখে আন্তরিকতার সাথে চাঁদা দেন। তাকে কখনো চাঁদা প্রদানের কথা স্মরণ করাতে হয় নি। সবসময় সেচ্ছায় সময়মতো চাঁদা প্রদান করেন আর চাঁদা প্রদানে খুব সুন্দর পন্থা অবলম্বন করেন। সবসময় সাদা খামে বা কোন সাদা কাগজে রেখে চাঁদা উপস্থাপন করেন। আর খামের ওপর আর্থিক কুরবানী শব্দ লেখা থাকে। তিনি আমাকে একটি পত্র লিখেছিলেন, মুরব্বী সাহেব সেই পত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি সেই পত্রে তার এক অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেন যে, আল্লাহ্‌র কৃপায় আমি চাঁদা দিই। যখন থেকে চাঁদা দেওয়া আরম্ভ করেছি, আমার অভিজ্ঞতা হলো খোদার সন্তুষ্টির জন্য চাঁদা দিতেই আমার গ্রাহকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আয়-রোজগারেও খোদা তা'লার বিশেষ অনুগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। একদিকে আমি আমার পকেট থেকে খোদার পথে খরচের জন্য পয়সা বের করি আর অপরদিকে একই টাকা বর্ধিত করে খোদা তা'লা আমার পকেটে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। চাঁদা দেওয়ার পর আমার কাছে কাজ করানোর জন্য বেশি গ্রাহক এসে যায়। অতএব এরাই এমন মানুষ যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা এসব দেশে অর্থাৎ ইউরোপীয় দেশ সমূহে বসবাস করা সত্ত্বেও আর বস্তুবাদিতার মাঝে থাকা সত্ত্বেও আহমদীয়াতের দিকে নিয়ে এসেছেন আর তাদেরকে নিজ কৃপায় ধন্য করে তাদের ঈমান দৃঢ় করছেন।

ভারত থেকে ইন্সপেক্টর সেলিম সাহেব লিখেন, জয়পুর জামা'তে এক আহমদী বন্ধু ব্যক্তি মালিকানাধীন স্কুলে শিক্ষক ছিলেন। গত বছর তাকে তাহরীকে জাদীদের চাঁদা প্রদানের কথা বলা হয়। তার কাছে অনুরোধ করা হয় যে, আপনার তাহরীকে জাদীদের বাজেট আপনার আয় অনুসারে পাঁচ হাজার হওয়া উচিত। তিনি বলেন, আমি একটি সাধারণ প্রাইভেট স্কুলের শিক্ষক, আমি এত টাকা কোথা থেকে দেব? যাহোক তাকে বলা হয় যে, খোদা তা'লা সামর্থ্য দিবেন। এ বছর পুনরায় যখন তার সাথে সাক্ষাৎ করতে যাই তখন তিনি একই স্কুলে প্রিন্সিপালের আসনে উপবিষ্ট ছিলেন এবং বলেন যে, চাঁদার কারণে আল্লাহ্ তা'লা এত বরকত দিয়েছেন যে, আমি এই স্কুলটি কিনে নিয়েছি। পুনরায় তাকে বলা হয় যে, আপনার এ বছরের চাঁদা বৃদ্ধি করা উচিত। যেন আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে আরো স্কুল ক্রয় করার তৌফিক দেন। তিনি বলেন, আরো একটি স্কুল কেনার কথা বার্তা চলছে। আর এখনই মালিকের ফোন এসেছে, আমাকে এসে চাবি নিয়ে যেতে বলছেন। ইন্সপেক্টর সাহেব লিখেন যে, এখন তার কাছে চারটি স্কুল আছে। প্রথমে তার ঘরের ছাউনি ছিল টিনের আর ঘর ছিল ছোট্ট ছাউনির। এখন আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তার তিন তলা বিশিষ্ট ঘর নির্মিত হয়েছে যার এক তলা তিনি জুমআর নামাযের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন। এই কৃপা শুধু খোদা তা'লার পথে আর্থিক কুরবানীর কল্যাণেই হয়েছে। এই কারণে তার ঈমানও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

লাইবেরিয়ার আমীর সাহেব বলেন, ডিসেম্বর মাসে আমাদের তবলীগি টিম সুকর টাউন নামে একটি গ্রামে পৌঁছে। এই গ্রাম দূরত্বের নিরিখে মানরোভিয়া থেকে বেশি দূরে নয়। কিন্তু আধুনিক সুযোগ সুবিধা থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত, পথও দুর্গম। এখানে পৌঁছার জন্য তিনটি 'মাঙ্কি পুল' অর্থাৎ কাঠে রশি বেঁধে বানানো অস্থায়ী পুল অতিক্রম করে যেতে হয়। নামাযের পর তবলীগের কাজ আরম্ভ হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর পয়গাম পৌঁছিয়েছি, আহমদীয়া জামাতের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছি। এটি শুনে এই গ্রামেরএকজন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি উসমান কামারা সাহেব দণ্ডায়মান হন এবং নিজের এক স্বপ্নের উল্লেখ করে বলেন, আমি কয়েকদিন পূর্বে স্বপ্নে দেখি যে, আকাশ ভেঙে পড়েছে। সর্বত্র হাহাকার ছিল আর মানুষ সর্বত্র বিলাপ করছিল। তখনই রাস্তায় একটি গাড়ি দাঁড়ায় যাতে শেতাঙ্গরা বসেছিল। তারা আমাদের ডেকে বলে যে, আমাদের কাছে আসো, আমরা তোমাদের নিরাপত্তা দিব। আর এই স্বপ্ন এভাবেই শেষ হয়। এরপর আমি ভাবতে থাকি যে, এটি কেমন স্বপ্ন! এর ব্যাখ্যাই বা কী হতে পারে? আপনাদের আগমণে এখন আমি বুঝতে পেরেছি যে, এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা কী। তিনি বলেন, আমি বেশ বয়োবৃদ্ধ হয়ে পড়েছি। এই প্রথম অ-আফ্রিকান শেতাঙ্গ লোকদেরকে ইসলামের তবলীগ করতে দেখলাম। এরপর সেখানে উপস্থিত সকলেই জামা'তভুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, বয়আত করে আর ওয়াকফে জাদীদের বছরও যেহেতু প্রায় সমাপ্তির কাছাকাছি ছিল তাই তাদেরকে বলা হয় যে, চাঁদার প্রতিও মনোযোগ নিবদ্ধ করুন। বয়আতের পর যখন চাঁদা প্রদানে উদ্বুদ্ধ করা হয় তখন তারা চাঁদাও দেয়। এখন তাদের ঈমান ও আন্তরিকতায় উন্নতি হচ্ছে।

কানাডার লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র সদর সাহেবা বলেন, এক মজলিসে সফরকালে এক ভদ্রমহিলা বলেন, তার বারো বছরের মেয়ে স্কুলের পক্ষ থেকে আশি ডলার পুরস্কার হিসেবে পায়। সে এর মাধ্যমে নিজের পছন্দসই কিছু ক্রয় করতে চেয়েছিল, কিন্তু ওয়াকফে জাদীদের সেক্রেটারীর অনুপ্রেরণায় সে পুরস্কারের এই পুরো অঙ্ক চাঁদা খাতে দিয়ে দেয়। তিনি বলেন, খোদা তা'লা তাকে যেভাবে পুরস্কৃত করেছেন তা হলো- পরের দিন আব্দুস সালাম বিজ্ঞান মেলায় সে প্রথম স্থান অধিকার করে আর তিনশত ডলার পুরস্কার পায়। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা সেই মেয়ের ঈমান এবং বিশ্বাসকে দৃঢ় করেন।

আজকাল ফোর্টনাইট নামে একটি নতুন গেইম এসেছে। কোন কোন ছেলেমেয়ে এর পেছনে টাকা নষ্ট করে। পিতামাতার উচিত তাদেরকে এটি থেকে বিরত রাখা। আর অঙ্গ সংগঠনগুলোরও, বিশেষত খোদ্দামুল আহমদীয়া আর আতফালুল আহমদীয়ার দৃষ্টি রাখা উচিত। কেননা এতে এক ধাপ থেকে দ্বিতীয় ধাপে যাওয়ার জন্য কার্ড ক্রয় করে পয়সা নষ্ট করা হয়। সম্প্রতি একটি প্রবন্ধে অর্থাৎ একটি গবেষণাপত্রে প্রকাশিত হয়েছে যে, কিছু এমন চক্র মাথাচাড়া দিয়েছে যারা শিশুদের সাথে যোগাযোগ করে, তাদেরকে প্ররোচিত করে আর কার্ড কিনে দেওয়ার অজুহাতে তাদের পিতামাতার ব্যাংক একাউন্টের নাম্বার জেনে নিচ্ছে। আর পিতামাতা কিছুদিন পরেই জানতে পারে যে, তাদের একাউন্টে টাকা নেই। এই গেইমের কারণে শিশুদের মাঝে নেশাতুল্য যে আসক্তি জন্মাচ্ছে, এরফলে তাদের কেবল সময়ই নষ্ট হচ্ছে না আর ভ্রান্ত চিন্তাধারাই হৃদয়ে দানা বাধছে না বরং কোন কোন পিতামাতারও ক্ষতি হয়েছে। তাই এটি এড়িয়ে চলা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা যে এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, আল্লাহ্‌র পথে খরচ কর- এই চেতনা সন্তানসন্ততির মাঝেও সৃষ্টি করা উচিত। বিশেষ করে ওয়াকফে জাদীদের প্রেক্ষাপটে।

ভারতের কর্ণাটক প্রদেশের ইন্সপেক্টর সাহেব লিখেন, একটি রিফেশার্স কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে যাতে এই অধম এবং নায়েব নাযেম মাল ওয়াকফে জাদীদ অংশগ্রহণ করেন। নায়েব নাযেম মাল সেখানকার স্থানীয় মুয়াল্লিম সাহেবের বাড়িতে এই কথা উল্লেখ করেন যে, এই বছর কেরালায় প্রবল বৃষ্টিপাত হয়েছে, যার ফলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এই কারণে ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা সংগ্রহের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এরপর নায়েব নাযেম মাল মুয়াল্লিম সাহেবের বাসা থেকে যাওয়ার সময় তার সন্তানদের একশত রুপি করে উপহার দেন। তিনি বলেন, কিছুদিন পর আমি পুনরায় এই জামাত সফর করি। মুয়াল্লিম সাহেবের সন্তানরা একশত রুপি করে যে উপহার পেয়েছিল তা ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা খাতে প্রদান করে আর বলে যে, বন্যার কারণে যেহেতু কেরালার পরিস্থিতি ভালো নয় তাই আমাদের পক্ষ থেকে এগুলো চাঁদা খাতে প্রদান করুন। বয়স কম হওয়া সত্ত্বেও তাদের হৃদয়ে চাঁদার গুরুত্ব বেশি ছিল।

যুক্তরাজ্য জামা'তের এক ভদ্রমহিলা বলেন, ২০১০ সনে আমার আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য হয়। বয়আতের কারণে ঘর থেকেও বের করে দেওয়া হয়। তখন আমার কোন চাকরিও ছিল না। আমি চাঁদা দিতে না পারার কারণে খুবই লজ্জা পেতাম। অথচ প্রথম বছর নতুন বয়আতকারীদের জন্য চাঁদা দেওয়া আবশ্যকও না। তিনি বলেন, কিন্তু আমি এর জন্য উদ্বিগ্ন ছিলাম। যাহোক আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই যে, চাকরি পাওয়ার পর হিসাব করে যেদিন বয়আত করেছি সেদিন থেকে চাঁদা দিব। কয়েকদিন পরেই আমি চাকরি পাই। আমি চাঁদা পরিশোধ করা আরম্ভ করি। আল্লাহ্‌র ফযলে চাঁদার কল্যাণে এক বছরে তিনবার আমার বেতন বৃদ্ধি পায়। কিছু দিন পর আমার পিতামাতার সাথেও যোগাযোগ বহাল হয় যাদের সাথে পূর্বে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল। আর পিতামাতার সাথেও সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং

সম্পর্ক মধুর হয়ে উঠে। এখন বিয়েও হয়েছে। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আমি সবকিছুই পেয়েছি।

লাইবেরিয়ার কেইপ মাউন্ট কাউন্টির স্থানীয় মুয়াল্লিম সাহেব বলেন, নাগবিনা জামা'তে ওয়াকফে জাদীদের চাঁদার প্রেক্ষাপটে চাঁদার তাহরীক করা হয়। কয়েকদিন পর একজন মুখলেস আহমদী মহিলা মোসো কুমারা সাহেবা বলেন, আপনি যখন আর্থি ক কুরবানীর কল্যাণ সংক্রান্ত ঘটনাবলী বর্ণনা করে ওয়াকফে জাদীদের চাঁদার কথা বলেছেন তখন অন্যরা নিজেদের চাঁদা পরিশোধ করছিল, কিন্তু আমার কাছে দেওয়ার মতো কিছু ছিল না তাই এই তাহরীকে অংশগ্রহণ করতে পারি নি। গত রাতে আমি স্বপ্নে দেখি যে, আপনারা আবার এসেছেন আর আমি একশত লাইবেরিয়ান ডলার চাঁদা দিয়েছি। কিন্তু সকালে উঠে আমি হতভম্ব ছিলাম যে, পয়সা তো নেই, চাঁদা কিভাবে পরিশোধ করব! কিন্তু আল্লাহ্‌র যে কৃপা হয়েছে তা হলো- স্বল্পক্ষণ পূর্বে এক ব্যক্তি আসে আর আমাকে পাঁচশত লাইবেরিয়ান ডলার দিয়ে বলে যে, এগুলো আমার ছেলে আমার জন্য পাঠিয়েছে, অর্থাৎ এই মহিলার ছেলে। তাই নিজের স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমি একশত লাইবেরিয়ান ডলার চাঁদা দিতে এসেছি।

অনেক সময় মহিলারা চাঁদা দেওয়ার ক্ষেত্রে পুরুষদের সংশোধন করে থাকে। অনেক এমন ঘটনা রয়েছে, বরং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পুরুষদের সংশোধন করে এবং চাঁদার প্রতি তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে, আর এই গুরুত্বকে পুরুষদের চেয়ে বেশি অনুধাবন করে।

কৃষি বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত গিনি কোনাকুরির এক জামা'তের প্রেসিডেন্ট আবু বকর সাহেব লিখেন, আহমদীয়াত গ্রহণ করার পর প্রায় সময় আমাকে জামা'তের মুয়াল্লিম এবং মুবাল্লেগরা চাঁদার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। আমি যৎসামান্য পরিশোধ করতাম কিন্তু আমার স্ত্রী এবিষয়ে নিয়মনিষ্ঠা ছিলেন। আর সবসময় পুরোপুরি চাঁদা প্রদান করতেন। আর আমারও চাঁদার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতেন। আমি তাকে এই বলে এড়িয়ে চলতাম যে, যখন অনেক পয়সা হবে তখন চাঁদা দেব। তিনি বলতেন যে, বেশি টাকা পয়সা তখনই হাতে আসবে যখন আল্লাহ্‌র প্রাপ্য প্রদান করবেন। এভাবে আমার স্ত্রী জোর করে আমাকে চাঁদা প্রদানে বাধ্য করেন। আমি যখন পুরো হার মোতাবেক চাঁদা প্রদান আরম্ভ করি তখন আমি বৃষ্টির ন্যায় খোদার কৃপাবারি বর্ষিত হতে দেখি। তিনি বলেন, আমার চেয়ে বেশি শিক্ষিত এবং কৃষিতে ডিগ্রিধারীদের সে পরিমাণ ফসল হয়নি যতটা আল্লাহ্ তা'লা আমার মতো অধম এবং নির্বোধকে দেওয়া আরম্ভ করেছেন। এখন আমি পুরো হিসাব করে স্থানীয় মিশনারীকে চাঁদা দিয়ে রশিদ কাটানোর পরেই বাকি ফসল ঘরে উঠাই।

আইভরিকোস্টের একটি অঞ্চলের মুবাল্লিগ সাহেব লিখেন, যাবলু সাহেব নামে এক বন্ধুর স্বপ্নের মাধ্যমে আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য হয়েছে। তিনি বয়আত করার পর রীতিমত খুতবা শুনেন। একজন খুবই কর্মোদ্যোগী দাঈ ইলাল্লাহ্ তিনি। নিজের পয়সা খরচ করে বই-পুস্তক ক্রয় করেন আর অ-আহমদীদেরকে দেন। যাবলু সাহেব এক হোটেলে কাজ করতেন। ভালো পদে ছিলেন কিন্তু এখন তার চাকরি নেই। পরিবারের ব্যয়ভার বহনে তার স্ত্রী তাকে সাহায্য করে। তিনি বলেন, কয়েকদিন পূর্বে ফোনে তিনি বলেন, আমি ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা হিসেবে ত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্ক সিফা পাঠাচ্ছি। আমি যেহেতু তার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত তাই আমি বললাম, আপনার আর্থিক অবস্থা ভালো নয়, তাই নিঃসঙ্কোচে আরো কম চাঁদা পরিশোধ করুন। এই টাকা আপনার জন্য অনেক বেশি, অপরদিকে জলসা সালানাও আসতে যাচ্ছে। তখন তিনি বলেন, আমি আমার স্ত্রীকে বলেছিলাম যে, বিশ হাজার ফ্রাঙ্ক সিফা চাঁদা দিই। কিন্তু আমার স্ত্রী জোর দিয়ে বলছে যে, আমরা ত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্ক সিফা-ই চাঁদা দিব। আল্লাহ্‌র ফযলে তারা জলসায়ও যোগদান করেন। এভাবে অনেক জায়গায় মহিলারাই পুরুষদেরকে আর্থিক কুরবানীতে উদ্বুদ্ধ করেন।

অস্ট্রেলিয়ার এক জামা'তের প্রেসিডেন্ট বর্ণনা করেন যে, একজন নিষ্ঠাবান বন্ধু ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা পরিশোধ করে দিয়েছিলেন। আমেলার সদস্যদের মাধ্যমে ২০ ডিসেম্বর পুনরায় ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা আদায়ের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়। উক্ত ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি পুনরায় অনেক বড় একটি অঙ্ক প্রদান করেন। পরবর্তী সন্ধ্যায় তার ফোন আসে। খুবই আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে বলেন যে, আমি ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা দিয়েছিলাম যা একদিনেই আল্লাহ্ তা'লা ফেরত দিয়েছেন।আমি তিন বছর থেকে একটি 'ফুড টেইক এওয়ে' চালাচ্ছি। আর গত তিন বছরেও কোন দিন এত গ্রাহক আসে নি যতটা এবার চাঁদা দেওয়ার পর একদিনে এসেছে।

অনুরূপভাবে ইন্দোনেশিয়ার একটি ঘটনা রয়েছে। ঈমানে প্রতিষ্ঠিত থাকার এমন ঘটনাবলী রয়েছে যা দেখে আশ্চর্য হতে হয়। ইন্দোনেশিয়ার একজন নতুন বয়আতকারী আহমদী ২০১৬ সনে বয়আত করেছেন। বয়আতের পর তার পরিবার ও প্রতিবেশীদের পক্ষ থেকে ভয়াবহ বিরোধিতা আরম্ভ হয়ে যায়। এমনকি একদিন তার পরিবারের কয়েকজন সদস্য তাকে প্রচন্ড প্রহার করে এবং তাকে জামাত ত্যাগ করতে বাধ্য করে। মুবাল্লিগের সাথে তার মেলামেশার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করে। এরপর তিনি গোপনে মুবাল্লিগের সাথে দেখা করতেন। আমাদের মুবাল্লিগ (তাকে) বলেন, ত্যাগ স্বীকার তো করতেই হয়, এখন আপনি নিজেই চিন্তা করে দেখুন। কিন্তু তিনি বলেন যে, বিরোধিতা বৃদ্ধি পাক, আমি ত্যাগ স্বীকার করবো। এরপর তাকে চাঁদা প্রদান ও আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব সম্পর্কে ও অবহিত করা হয়। তিনি বয়আতের এক মাস পরেই চাঁদা দেওয়া আরম্ভ করে দেন। স্থায়ী কোন কাজ বা চাকরি ছিল না, ছোটখাট কায়িক শ্রম করে যে পারিশ্রমিক পেতেন তাৎক্ষণিকভাবে তা থেকে কিছু অঙ্ক পৃথক করে রেখে দিতেন। লোকচক্ষুর আড়ালে রাতের বেলা মিশন হাউসে আসতেন। মিশন হাউসে যাওয়ার পূর্বে গ্রামের চতুর্দিকে ঘুরে দেখতেন যেন মানুষ তাকে মিশন হাউসে যেতে না দেখে। আর এমন পরিস্থিতিতেও তিনি রীতিমত মিশন হাউসের সাথে যোগাযোগ বহাল রাখেন আর চাঁদা দেওয়ার জন্য আসতে থাকেন।

যারা আহমদী নয় তাদের ভেতরও আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে কীভাবে প্রেরণার সঞ্চার হয়- সে সংক্রান্ত একটি ঘটনা রয়েছে। মালির এক জামা'তের মুবাল্লিগ সাহেব লিখেন যে, রেডিও আহমদীয়া কিতবায় ওয়াকফে জাদীদ সংক্রান্ত আমার খুতবা চলছিল অর্থাৎ বিগত বছরের খুতবার রেকর্ডিং চলছিল। তখনই শহর থেকে ৪৫ কিলোমিটার দূরবর্তী একটি গ্রামের চীফ ফোন করে আমাদেরকে তার গ্রামে তবলীগ করার আমন্ত্রণ জানান। আমরা তবলীগের জন্য সেখানে পৌঁছলে চীফ অত্যন্ত আবেগ আপ্লু ত কণ্ঠে বলেন, খলীফা যখন ওয়াকফে জাদীদ সম্পর্কে বিভিন্ন দেশের ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শুনাচ্ছিলেন তা শুনে আমরা গ্রামবাসীদের ওপর এর আশ্চর্জজনক প্রভাব পড়ে। সেখানে আহমদীদের রেডিও চলছিল, তারা শুনছিলেন। আমাদের এই আক্ষেপ হয় যে, কেন আমরা এখন পর্যন্ত এই পবিত্র স্কীমে অংশ নেওয়া থেকে বঞ্চিত রইলাম। এই কারণে আপনাদেরকে ফোন করে ডাকা হয়। সেখানে তবলীগি প্রোগ্রামও অনুষ্ঠিত হয়। আর সেদিনই ৮৫জন ব্যক্তি বয়আত করে জামা'তভুক্ত হয়। গ্রামবাসীরা তখনই এক বস্তা ভুট্টা আর এক হাজার ফ্রাঙ্ক সিফা ওয়াকফে জাদীদের বরকতময় স্কীমে চাঁদা হিসেবে প্রদান করে। আল্লাহ্ তা'লা অভিনবভাবে মসীহ্ মওউদ (আ.) এর বার্তা কেবল পৌঁছাচ্ছেনই না বরং সাহায্যকারীও সৃষ্টি করছেন।

বেনিনের লোকোসা অঞ্চলের মুবাল্লিগ লিখেন যে, লোকোসার একটি জামাতে ওয়াকফে জাদীদের চাঁদার তাহরীক করা হয়। কিছুদিন পর আমাদের আঞ্চলিক জলসাও ছিল। জলসায় যোগদানের বিষয়েও অনুপ্রাণিত করা হয়। তিনি বলেন, তখন জামা'তের প্রেসিডেন্ট গাফফার সাহেব আমার কাছে এসে বলেন, আমি কিছু টাকা জলসায় যোগদানের জন্য একত্রিত করে রেখেছিলাম। কিন্তু চাঁদাও দিতে হবে। তাই কি করা উচিত। তিনি বলেন, এর উত্তরে আমি বললাম, জলসায় যোগদান করুন, আল্লাহ্ কৃপাধন্য করবেন। চাঁদা পরে পরিশোধ করে দিবেন। কয়েকদিন পর তিনি যখন আমার সাথে জলসায় সাক্ষাৎ করেন আমার হাতে কিছু পয়সা ধরিয়ে বলেন যে, এই হলো আমার চাঁদা,গ্রহণ করুন। তিনি বলেন, আমি সেক্রেটারী মাল-কে বললাম যে, তাকে রশীদ কেটে দিন। সেক্রেটারী মাল তখন বলেন, গাফ্‌ফার সাহেব সেই টাকাই প্রদান করেছেন যা তিনি জলসায় যাওয়ার জন্য জমা করেছিলেন। তিনি তার পরিবার

ইমামের বাণী

" আমি মসীহ্ মাওউদ (প্রতিশ্রুত মসীহ্) এবং সেই ব্যক্তি যার আগমণের খবর নবীগণ দিয়ে গেছেন। আমার সম্পর্কে এবং আমার যুগ সম্পর্কে তৌরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে খবর লেখা আছে।"

দোয়াপ্রার্থী: (দাফেউল বালা, পৃ: ১৯)

আব্দুর রহমান খান, জেনারেল ম্যানেজার (Lily Hotel) গৌহাটি

পরিজনসহ ১৫ কিলোমিটার দূরত্ব পায়ে হেঁটে অতিক্রম করে জলসায় যোগদান করেছেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে আল্লাহ্ এমন সব লোকই দান করেছেন যারা আল্লাহ্ তা'লা, তাঁর রসূল (সা.)এবং মসীহ্ মওউদ (আ.) এর কথা শুনে এবং এরপর আত্মশুদ্ধিমূলক পন্থাও অবলম্বন করে, সকল প্রকার কুরবানীর জন্য প্রস্তুত থাকে। সত্যিকার অর্থে এরাই সেসব লোক যারা বয়আতের অঙ্গীকার রক্ষাকারী। যাদের অন্তর্দৃষ্টি অন্ধ আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে বিবেক দিন, তাদের বোঝা উচিত যে, এসব মানুষের এই নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা ও ত্যাগ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর প্রতি আল্লাহ্র সমর্থনের স্পষ্ট প্রমাণ নয় কি? তাদের বিবেক যদি পর্দাবৃত না হয় তাহলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রেরিত এটিই তার প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), যিনি পৃথিবীতে মহানবী (সা.) এর শিক্ষার প্রসারের জন্য এসেছেন, আল্লাহ্ তা'লা এদেরকে কাণ্ডজ্ঞান দিন, এসব মুসলমানদের কাণ্ডজ্ঞান যদি ফিরে আসে, তাদের বিবেকবুদ্ধি যদি কাজ করত, তারা যদি বুঝত! তাহলে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ইনশাআল্লাহ্ ইসলাম অচিরেই পৃথিবীতে জয়যুক্ত হতে পারে। যেভাবে মুসলমানরা পৃথিবীতে হাসিঠাট্টার লক্ষ্যে পরিণত হচ্ছে আর যেভাবে ইসলামকে দুর্নাম করা হচ্ছে, আমরা এর সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র দেখব ইনশাআল্লাহ্। যাহোক আমাদের কাজ হলো নিজেদের সংশোধন করা এবং আল্লাহ্ তা'লার সামনে সিজদাবনত হওয়া আর তবলীগের প্রতি বেশি বেশি মনোযোগ নিবদ্ধ করা, কুরবানীর প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা জগৎবাসীর সামনে তুলে ধরা।

এখন আমি (ওয়াকফে জাদীদের বিগত বছরের) কিছু তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করছি। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে ওয়াকফে জাদীদের ৬১তম বছর, যা ২০১৮ সনের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত হয়েছে, তাতে আহমদীয়া জামা'তের সদস্যগণ ৯১ লক্ষ ৩৪ হাজার পাউন্ড আর্থিক কু রবানী করার সৌভাগ্য লাভ করেছে। এই অঙ্ক গত বছরের চেয়ে ২ লক্ষ ৭১ হাজার পাউন্ড বেশি। পাকিস্তান নিজেদের অবস্থান ধরে রেখেছে, অর্থাৎ প্রথম স্থান। এছাড়া প্রথম দশটি স্থান অধিকারকারী জামা'তগুলোর মাঝে যথাক্রমে প্রথম স্থানে রয়েছে যুক্তরাজ্য, তাহরীকে জাদীদ-এ প্র থম স্থান অধিকার করেছিল জার্মানী। তখন যুক্তরাজ্যের আমীর সাহেব বলেছিলেন যে, তারা ওয়াকফে জাদীদের চাঁদায় (জার্মানীর) উপরে থাকবে। অনেক পার্থক্য বজায় রেখে তারা উপরে রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা জামা'তের সদস্যদের ধন ও জনসম্পদে বরকত দিন। ভবিষ্যতেও তাদের এগিয়ে থাকার সামর্থ্য প্রদান করুন। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে জার্মানী। তারপর রয়েছে আমেরিকা এবং কানাডা। আমেরিকাকে আমি জানিয়ে দিতে চাই যে, তাদের এবং কানাডার মাঝে পার্থক্য অতি অল্পই রয়ে গেছে। তারা যদি চেষ্টাকে বেগবান না করে তাহলে প্রথম স্থান থেকে যে তৃতীয় স্থানে নেমেছে, এরপর হয়ত এর চেয়েও পিছিয়ে যাবে। চতুর্থ স্থানে রয়েছে কানাডা। তারপর রয়েছে ভারত, অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া। তারপর রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের একটি জামাত, এরপর ঘানা, আর এরপর রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের আরেকটি জামাত।

মাথাপিছু চাঁদা প্রদানের ক্ষেত্রে আমেরিকা প্রথম স্থানেই রয়েছে। এরপর সুইজারল্যান্ড, আর তারপর রয়েছে অস্ট্রেলিয়া। আফ্রিকায় মোট সংগ্রহের দিক থেকে ঘানা প্রথম স্থানে রয়েছে। এরপর রয়েছে যথাক্রমে মরিশাস, নাইজেরিয়া, তানজানিয়া, বুরকিনা ফাসো এবং বেনিন।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এ বছর মোট ১৭ লক্ষ ২৫ হাজার সদস্য ওয়াকফে জাদীদের চাঁদায় অংশগ্রহণ করেছে। আর এ বছর অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১ লক্ষ ২৩ হাজার। অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যারা উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে তাদের মাঝে রয়েছে নাইজার, সিয়েরালিওন, নাইজেরিয়া, ক্যামেরুন, বেনিন, গাম্বিয়া, কঙ্গো কিনশাসা, তানজানিয়া, লাইবেরিয়া এবং সেনেগাল। ওয়াকফে জাদীদের ক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্ক এবং আতফালদের চাঁদা পৃথক পৃথক হয়ে থাকে, বিশেষত পাকিস্তানে, এখন কানাডায়ও শুরু হয়েছে। পাকিস্তানে প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে প্রথম তিনটি জামা'ত হলো যথাক্রমে লাহোর, রাবওয়া এবং করাচী। আর জেলার অবস্থানের দিক থেকে প্রথম স্থানে রয়েছে শিয়ালকোট, এরপর রয়েছে যথাক্রমে ইসলামাবাদ, ফয়সালাবাদ, রাওয়ালপিণ্ডি, সারগোধা, গুজরাঁ ওয়ালা, মুলতান,হায়দারাবাদ, মিরপুর খাস এবং ডেরাগাজী খান।

আতফালদের ক্ষেত্রে পাকিস্তানের তিনটি বড় জামা'ত হলো- লাহোর প্র থম, করাচী দ্বিতীয় এবং রাবওয়া তৃতীয়। আর জেলাপর্যায়ে পজিশনের দিক থেকে প্রথম স্থানে রয়েছে ইসলামাবাদ। এরপর যথাক্রমে শিয়ালকোট, রাওয়ালপিণ্ডি, সারগোধা, গুজরাঁ ওয়ালা, হায়দারাবাদ, ডেরাগাজী খান,শেখুপুরা, ওমর কোট, এবং নানকানা সাহেব।

মোট আদায়ের দিক থেকে যুক্তরাজ্যের ১০টি বড় জামা'ত হলো যথাক্রমে- উস্টার পার্ক, মসজিদ ফযল, বার্মিংহাম সাউথ, জিলিংহাম, বার্মিংহাম ওয়েস্ট, ইসলামাবাদ, হেইজ, ব্র্যাডফোর্ড নর্থ, নিউ মল্ডেন এবং গ্লাসগো।

রিজিওনের দিক থেকে লন্ডন বি রিজিওন প্রথম স্থানে রয়েছে। এরপর রয়েছে যথাক্রমে- লন্ডন এ, মিডল্যান্ডস্ , নর্থ-ইস্ট এবং মিডেলসেক্স রিজিওন।

যুক্তরাজ্যেও আতফালদের আলাদা রিপোর্ট রয়েছে, সে অনুযায়ী ব্র ্যাডফোর্ড সাউথ প্রথম স্থানে রয়েছে। এরপর রয়েছে যথাক্রমে- সারবিটন, গ্লাসগো, রোহিম্পটন, ইসলামাবাদ, রোহিম্পটন হিল, রোহিম্পটন মিচাম পার্ক, ব্যাটার্সি মল্ডেন ম্যানার এবং মস্ক ওয়েস্ট।

জার্মানির পাঁচটি স্থানীয় এমারত হলো যথাক্রমে- হ্যামবুর্গ, ফ্র্যাঙ্কফু র্ট, উইযবাদেন, মোরফিল্ডন ওয়াল্ডরফ এবং ডিটসন বাখ।

আদায়ের দিক থেকে আমেরিকার প্রথম দশটি জামা'ত হলো যথাক্রমে- সিলিকন ভ্যালী, সিয়াটল, ডেট্রয়েট, সিলভার স্প্রিং, সেন্ট্রাল ভার্জিনিয়া, বোস্টন, ডালাস, লরাল,জর্জিয়া, কেরোলাইনা এবং ইয়ক।

এরপর আদায়ের দিক থেকে কানাডার এমারতগুলো হলো যথাক্রমে- ভন, ক্যালগেরী, পিসভিলেজ, ব্রাম্পটন ও ভ্যানকুভার।

তাদের দশটি বড় জামা'ত হলো যথাক্রমে- ডারহাম, উইন্ডসর, ব্র্যাডফোর্ড, এডমন্টন ওয়েষ্ট, সিস্কাটন নর্থ, সিস্কাটন সাউথ, মন্ট্রিয়াল ওয়েস্ট, মিল্টন ওয়েস্ট, হ্যামিলটন ওয়েস্ট, এবং এবিটস্ ফোর্ড।

আতফালদের ক্ষেত্রে পাঁচটি উল্লেখযোগ্য জামা'ত হলো যথাক্রমে- ডারহাম, মিল্টন ওয়েস্ট, ব্র্যাডফোর্ড , হ্যামিলটন সাউথ এবং সিস্কাটন।

আদায়ের দিক থেকে ভারতের প্রদেশগুলো হলো যথাক্রমে কেরালা, জম্মু ও কাশ্মীর, কর্নাটক, তেলেঙ্গানা, তামিলনাড়ু, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব, দিল্লী এবং উত্তর প্রদেশ।

আর আদায়ের দিক থেকে ভারতের দশটি জামা'ত হলো- হায়দ্রাবাদ প্রথম স্থানে, কাদিয়ান দ্বিতীয় স্থানে, এরপর যথাক্রমে- পাঠাপ্রিয়াম, ক্যালিকাট, এরপর হলো কোলকাতা, বেঙ্গালুর, চেন্নাই, কেরোলায়ী, ঋষিনগর এবং দিল্লী।

আদায়ের দিক থেকে অস্ট্রেলিয়ার দশটি জামা'ত হলো যথাক্রমে- ক্যাসেল হিল, মেলবোর্ন লঙ্গওয়ারেন, প্যানরিথ, মেলবোর্ন বারভিক, মার্সডেনপার্ক, ব্রিসবেন, এডিলিড সাউথ, ব্রিসবেন লোগান, ক্যানবেরা এবং প্লাম্পটন।

আতফালদের ক্ষেত্রে অষ্ট্রে লিয়ার জামা'তগুলো হলো যথাক্রমে- প্যানরিথ, এডিলেড সাউথ, ব্রিসবেন লোগান, ম্যালবোর্ন লঙ্গওয়ারেন, মেলবোর্ন বারভিক, ব্রিসবেন সাউথ, মার্সডনপার্ক, মাউন্টড্রয়েট, ক্যাসেলহিল এবং মেলবোর্ন ইস্ট।

এই নামগুলো যেহেতু উর্দূ তে লিখিত রয়েছে তাই বলার সময় ভুল হতে পারে, কিন্তু যাহোক স্থানীয় জামাতগুলি পূর্বেই সংবাদ পেয়ে থাকবে। আল্লাহ্ তা'লা সকল দেশের অংশগ্রহণকারীদের ধন ও জনসম্পদে বরকত দিন এবং ভবিষ্যতেও উন্নত কুরবানী করার তৌফীক দিন।

আল্লাহ্র বাণী

"এবং যাহারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয় তাহাদের সম্বন্ধে বলিও না যে তাহারা মৃত; বরং তাহারা জীবিত কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করিতে পারিতেছ না" (আল বাকারা: ১৫৫)

দোয়াপ্রার্থী: বেগম আয়েশা খাতুন, জামাত আহমদীয়া হরহরি, মুর্শিদাবাদ

মহানবী (সা.)-এর হাদীস

মহানবী (সা.) বলেছেন- " যে ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"

-(বুখারি ও মুসলিম)

দোয়াপ্রার্থী: নুর আলাম, জেলা আমীর, জলপাইগুড়ি, (প:ব:)

১২৪তম কাদিয়ান সালানা জলসার রিপোর্ট।

আঁ হযরত (সা.)-এর প্রতি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ভালবাসার মর্যাদা পর্যন্ত কেউ পৌঁছতে পারে না।
তাঁর প্রতিটি শব্দ আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসুলের প্রেমে বিলীনতার প্রমাণ।
এই শেষদিনগুলিকেও দরুদে পরিপূর্ণ করে দিন এবং নতুন বছরকেও দরুদ ও সালাম দিয়ে স্বাগত জানান, যাতে আমরা অতিশীঘ্র সেই সমস্ত কল্যাণরাজি অর্জনকারী হই যা আঁ হযরত (সা.)-এর সত্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে।

মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া ইন্টার ন্যাশনাল-এর মাধ্যমে সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ (আ.) কর্তৃক প্রদত্ত জলসায় অংশগ্রহণকারী অতিথিদের উদ্দেশ্যে ভাষণ।

আমি এই জনপদ অর্থাৎ কাদিয়ানে খোদা তা'লাকে দেখেছি। আমি ইসলামের সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী নবী করীম (সা.)-এর প্রাণদাস হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর সত্তায় পূর্ণ হতে দেখেছি। পৃথিবীতে মাহদীর দাবিদার অনেক রয়েছে। তারা নিজেদের তবলীগ প্রসারের জন্য ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, কিন্তু তাদের মধ্যে একজন ব্যতিরেকে কারো একটি ভবিষ্যদ্বাণীও পূর্ণ হয় নি। আর তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি বেহিশতি মাকবারায় সমাহিত আছেন যাঁর ফলকে লেখা খোদিত আছে- 'মাযার মুবারক হযরত আকদস মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মসীহ মওউদ ও মাহদী (আ.)। আমি আহমদীয়াতে বই পুস্তক অধ্যায়ন করেছি আর আহমদী মুসলমানদের সঙ্গে সাক্ষাত করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, আহমদীয়াতই প্রকৃত ইসলাম। আহমদীরা অন্যান্য মুসলমানদের অপেক্ষা বেশি সত্যবাদী এবং উৎকৃষ্ট মুসলমান। আমি জানি না আরও কত শতাব্দী অতিক্রান্ত হবে, যেদিন সমগ্র বিশ্বের সব থেকে উচ্চ নারা ধ্বনি কাদিয়ান থেকে উত্থিত হবে। ইনশাআল্লাহ॥

কাদিয়ানের জলসা সালনায় অংশগ্রহণকারী নওমোবাঈনদের ঈমান উদ্দীপক বক্তব্য ও প্রতিক্রিয়া।

জামাত আহমদীয়া সারা বিশ্বে যে প্রেমের বাণী প্রসার করছে তা প্রশংসনীয়। আমি হুযুর আনোয়ারকেও ধন্যবাদ জানাতে চাই, যিনি সারা বিশ্বে প্রেমের বাণী প্রসার করছেন। আপনাদের জামাতের খলীফা সারা বিশ্বে প্রেম ও ভ্রাতৃত্ববোধের বাণী প্রচার করছেন এবং বিশ্বকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন।

মুসলিম সমাজ চিরকাল শিখধর্মের অনুসারীদের প্রতি সহানুভূতিশীল থেকেছে, তারা প্রত্যেক বিপদের সময়ে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। এই দুটি ধর্মের বিশেষত্ব হল এরা এক-অদ্বিতীয় খোদার উপাসনা করে।

পৃথিবীতে খুব কম জলসা এমন হয়ে থাকে যেখানে মানবতার জয়ধ্বনি উচ্চারিত হয়। মানবতার সেবা সর্বাপেক্ষা মহান কাজ যা আপনার জামাত করছে। আজ যে উৎকৃষ্ট পন্থায় শান্তি ও ভালবাসার বাণী জামাত আহমদীয়ার পক্ষ থেকে দেওয়া হচ্ছে তা প্রশংসনীয়।

জলসা সালানায় অংশগ্রহণকারী রাজনীতিবিদ ও ধর্মীয় নেতাদের মতামত।

৪৮ টি দেশ থেকে ১৮,৮৬৪ জন অতিথির জলসায় অংশগ্রহণ। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমাপনী ভাষণে লন্ডনে ৫, ৩৪৫ জন ব্যক্তি শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

**তাহাজ্জুদের নামায* কুরআনের দরস ও যিকরে ইলাহিতে পরিপূর্ণ পরিবেশ* উলেমাগণের জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য* সর্বধর্ম সম্মেলনের আয়োজন। * অতিথিদের মতামত ও প্রতিক্রিয়া* দেশী ও বিদেশী বিভিন্ন ভাষায় জলসার অনুষ্ঠানাদির সরাসারি অনুবাদ সম্প্রচার। * জামাতের সদস্যদের জ্ঞানবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তরবীয়তি তথ্যচিত্র এবং বিভিন্ন তথ্যসমৃদ্ধ প্রদর্শনীর আয়োজন। * নিকাহসমূহের ঘোষণা* প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় জলসার সংবাদ প্রচার।*

রিপোর্ট : মনসুর আহমদ মসরূর

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যাঁর কৃপা ও অনুগ্রহে ২০১৮ সালের কাদিয়ান জলসা সমহিমায় সম্পন্ন হল। প্রথামত ডিসম্বরের শেষ সপ্তাহে ২৮,২৯ ও ৩০ তারিখ যথাক্রমে শুক্র, শনি ও রবিবার 'বুস্তানে আহমদ'-এর সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে তিন দিন ব্যপি এই জলসার ভব্য আয়োজন হয়। ৪৮ টি দেশের মানুষ এই জলসায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং মোট উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ১৮ হাজার ৮৬৪ জন। জলসার প্রস্তুতি অনেক পূর্বেই আরম্ভ হয়ে যায়, তথাপি ডিসেম্বর মাস আসতেই এর গতিবিধি গুলি স্পষ্ট চোখে পড়ে। ঘর-বাড়ি ও গলি-মহল্লায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। দলবদ্ধ হয়ে সাফাই অভিযানের মাধ্যমে সমগ্র কাদিয়ানকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে তোলা হয়। জলসার কয়েকদিন পূর্বেই বিদ্যুত ও আলোকসজ্জা বিভাগের পক্ষ থেকে মহল্লার অলিগলি ও রাস্তাঘাটগুলিকে টিউব লাইটের মাধ্যমে আলোকিত করা হয়। বেহিশতি মাকবারা, দারুল মসীহ, মসজিদ মুবারক, মসজিদ আকসা, মিনারাতুল মসীহকে ছোট ছোট রঙিন বৈদ্যুতিক বাল্বের মাধ্যমে সাজিয়ে তোলা হয়। জলসার দিন যতই কাছিয়ে আসতে থাকে, কাদিয়ান দারুল আমানেরও ততই শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে।

কর্মীসভা ও প্রস্তুতি নিরীক্ষণ

২৪ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখে সকাল দশটায় বুসতানে আহমদ প্রাঙ্গণে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর প্রতিনিধি সদর সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া কাদিয়ান মাননীয় জালালুদ্দীন নাইয়ার সাহেবের সভাপতিত্বে প্রস্তুতি নিরীক্ষণ- অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। কুরআন করীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। জামিয়া আহমদীয়ার শিক্ষার্থী গুলস্তান আহমদ সূরা বাকারার শেষ তিনটি আয়াত তিলাওয়াত করেন এবং উর্দু অনুবাদ উপস্থাপন করেন। এর পর হুযুর আনোয়ারের প্রতিনিধি নিজের বক্তব্য স্থাপন করেন। তিনি সমস্ত কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীদেরকে জলসার সাধুবাদ জানান যারা কেবল হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর অতিথিদের সেবার উদ্দেশ্যে এখানে একত্রিত হয়েছিলেন। তিনি আঁ হযরত (সা.) এবং মসীহ মওউদ (আ.)-এর অতিথিসেবার চিত্তাকর্ষক ঘটনাবলীর আলোকে কর্মীদের উদ্দেশ্যে উপদেশ দেন। হুযুর আনোয়ারের ভাষায় সমস্ত কর্মী ও অফিসারবর্গকে উপদেশ দিয়ে বলেন, হুযুর বলেছেন-

আপনাদের উপর হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর অতিথিসেবার দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে। ইনশাল্লাহ্ আপনারা সেই সমস্ত অতিথিদের সেবার সুযোগ পেতে চলেছেন যারা আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্যে এখানে একত্রিত হচ্ছেন। তারা একারণে একত্রিত হচ্ছেন যাতে আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্মের বিষয়ে আলোচনা শুনতে পারেন এবং এজন্য যে, খোদার মসীহ তাদেরকে আহ্বান করেছেন, যেরূপ আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তিনি তাদেরকে এজন্য আহ্বান করেছেন যে, বছরে অন্তত একবার তোমরা একত্রিত হও, নিজেদের তরবীয়ত কর এবং আধ্যাত্মিকতার উন্নতি সাধন কর। ..... কোন অতিথির স্বভাব

উগ্র হওয়ার কারণে যদি তার মুখ থেকে কোন কঠোর বাক্য বেরিয়ে পড়ে, তবে কর্মীদেরকে সব সময় ক্ষমাসুলভ আচরণ প্রদর্শন করা উচিত আর তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়ে সেই সব কথার কারণে মনোক্ষুন্ন হওয়া উচিত নয়। কেননা এরফলে তিক্ততা ক্রমশঃ বাড়তেই থাকবে। কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন **'কুলু লিল্লাহি হুসনা'**(সূরা বাকারা: ৮৪) অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে নম্র হয়ে কথা বল। আল্লাহ্ তা'লার এই আদেশ উন্নত আচরণ প্রতিষ্ঠার একটি পন্থা। ... এটি একটি সাধারণ আদেশ আর এই দিনগুলিতে বিশেষভাবে এই আদেশটি পালন করা কর্তব্য। অতএব কর্মীদের উচিত সব সময় উৎকৃষ্ট মানের আচরণ প্রদর্শন করা। একদিকে তারা যেমন এই উন্নত আচরণ প্রদর্শনের মাধ্যমে সঠিক অর্থে আতিথেয়তার দায়িত্ব পালনপূর্বক পুণ্য অর্জন করবে, আর এর ফলে তাদের ঈমানও উন্নতি করবে, অপরদিকে যখন তারা অন্যদের অন্যায় আচরণের কারণে কোন প্রতিক্রিয়া দেখাবে না তখন তারা অন্যদের মধ্যে অনুভুতি সৃষ্টি করবে যে, আহমদী পরিবেশ হল বিনম্রতা, ভালবাসা এবং ভ্রাতৃত্ববন্ধনের পরিবেশ।

অতএব, একবছর পর আমরা পুণ্য ও কল্যাণ একত্রিত করার সুযোগ পাচ্ছি। তাই প্রত্যেক আহমদীকে, এবং বিশেষ করে প্রত্যেক কর্মীকে এর জন্য চেষ্টা করা উচিত। কেননা, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর অতিথি সেবার পাশাপাশি তাদের অসঙ্গত কথাবার্তাকে ক্ষমা করে দেওয়া এবং আত্মসংযম প্রদর্শন করাও উন্নত আচরণের অন্তর্ভুক্ত। এই গুণগুলি যে আপনাদেরকে আশিস ও কল্যাণমণ্ডিত করবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বরং আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে এর অশেষ প্রতিদান দিবেন।

অতিথিদের স্পর্শকাতরতার কথা উল্লেখ করে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, অতিথিদের মন কাঁচের মত ভঙ্গুর হয়ে থাকে, যা সামান্য আঘাতেই চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। অতএব, প্রথমত অতিথিদের প্রতি কঠোর হবেন না। দ্বিতীয়ত, অতিথিদের মধ্যে কোন দুর্বলতা থাকলে সে আপনার উন্নত আচরণ দেখে নিজের অবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টা করবে, আর এইভাবে আপনি কারো সংশোধনের মাধ্যম হবেন।

হুযুর আনোয়ারের ভাষাতেই তিনি নিম্নরূপ উপদেশ দান করেন এবং দোয়াসম্বলিত বাক্যের মাধ্যমে ভাষণ সমাপ্ত করেন। হুযুর বলেন-

" অতএব এই দিনগুলিতে আগমণকারীদের উদ্দেশ্যে আপি উপদেশ দিব যে, তারাও যেন দোয়ার মধ্যে সময় অতিবাহিত করেন, অপরদিকে কর্মীদেরও এবিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত যে, নিজেদের সেই খোদাকে ভুলে যাবেন না, যিনি সব সময় আমাদের সাহায্য করে এসেছেন। বিভাগীয় কর্মকর্তাদেরও একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, তারাও এই পদে থেকেই জাতির সেবার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত। তারা যেমন নিজের নিজের কাজের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন, তেমনি তরবীয়তী দৃষ্টিকোণ থেকে কর্মীদের উপরও লক্ষ্য রাখবেন। এবং সবসময় এই চেষ্টা থাকা উচিত যেন, অতিথিদের জন্য যথাসম্ভব বেশি স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে আসা যায় এবং দোয়ার উপর জোর দিয়ে নিজেদের কাজ সম্পাদন করতে পারেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে এর তৌফিক দান করুন। আমীন।

প্রথম দিন, ২৮ শে ডিসেম্বর, ২০১৮ (শুক্রবার)

উদ্বোধনী অধিবেশন

বুস্তানে আহমদ জলসা প্রাঙ্গণে ১২৪ তম বাৎসরিক কাদিয়ান জলসা সমহিমায় আরম্ভ হয়। ভারতীয় উপমহাদেশ ছাড়াও অন্যান্য দেশের আহমদী অতিথিরা জলসা প্রাঙ্গণে এসে নিজেদের আসন গ্রহণ করতে থাকেন। দোয়া ও ঈমানের আবেগে পরিপূর্ণ হয়ে অতিথিরা জলসা প্রাঙ্গণকে 'নারা'-ধ্বনিতে ভরিয়ে তোলেন।

পতাকা উত্তোলন

জামাতীয় রীতি অনুসারে একটি সুরক্ষিত বাক্সের মধ্যে রেখে বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা সহকারে 'আহমদীয়াতের পতাকা জলসা প্রাঙ্গণে নিয়ে আসা হয়, যার চতুর্পার্শে খুদ্দামদের নিরাপত্তাবাহিনী পরিবেষ্টিত ছিল। জামাতের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও নাযিরগণও পতাকার সঙ্গী ছিলেন।

সকাল দশটা আট মিনিটে সদর সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া কাদিয়ান, মাননীয় জালালুদ্দিন নাইয়ার সাহেব আহমদীয়াতর পতাকা উত্তোলন করেন এবং দোয়া করান। মঞ্চ থেকে **'রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আন্তাস সামীউল আলীম'** দোয়া এবং নারা ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছিল।

সদর সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া কাদিয়ান, মাননীয় জালালুদ্দিন নাইয়ার সাহেবের সভাপতিত্বে কুরআন করীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। কাযি উসমান পাশা সাহেব সূরাতুল মালাকের ২-১৫ আয়াত তিলাওয়াত করেন। আয়াতগুলির অনুবাদ উপস্থাপন করেন মৌলবী তাহের আহমদ তারিক সাহেব, নায়েব নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাযিয়া।

এরপর সভাপতি মহাশয় নিজের ভাষণে বলেন, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে কেবল আল্লাহ্‌র কারণে এই জলসায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে আমার পক্ষ থেকে জলসার শুভেচ্ছো। জলসা সালানার উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কে তিনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতি উপস্থাপন করে বলেন-

' যতদূর সম্ভব, সাধ্যমত চেষ্টা করে বন্ধুদের কেবল মাত্র আল্লাহ্‌র খাতিরে, তরবীয়তী কথাবার্তা শোনার উদ্দেশ্যে এবং দোয়ায় অংশগ্রহণ করার জন্য নির্ধারিত তারিখে এখানে চলে আসা উচিত। এ জলসায় এমনসব মূল্যবান সত্যনিষ্ঠ তথ্য ও তত্ত্বজ্ঞানের কথা শোনানো হবে যা আস্থা, ঈমান এবং ধর্মীয় ব্যুৎপত্তির জন্য আবশ্যক। এছাড়া এসব বন্ধুদের জন্য দোয়াও করা হবে। বিশেষ মনোযোগ সহকারে দোয়া করা হবে। সবচেয়ে বড় দয়ালূ-এর দরবারে বিশেষ আকুতি জানানো হবে, আল্লাহ্ যেন নিজের কাছে এদের টেনে নেন এবং নিজ বান্দা হিসেবে এদের কবুল করেন এবং এদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সাধন করেন।

একটি সাময়িক উপকার তারা এটাও লাভ করবেন, প্রতি বছর যেসব নতুন নতুন ভাই জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন নির্ধারিত তারিখে এখানে এসে তাদের সাথে দেখা করবেন, পরিচিত হবেন এবং পারস্পরিক ভালবাসা ও ভ্রার্তৃত্ব বন্ধনে উন্নতি লাভ করবেন। ..... এই আধ্যাত্মিক জলসায় আরো অনেক আধ্যাত্মিক উপকার লাভ হবে যা ইনশাআল্লাহু কাদীর সময়ে সময়ে প্রকাশ পেতে থাকবে।

(ইশতিহার ৩০ শে ডিসেম্বর, ১৮৯১ সন ইং, রূহানী খাযায়েন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৫২)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

এই জলসাকে সাধারণ মেলার মত মনে করো না। এর ভিত্তি সত্যের প্রতিষ্ঠা ও ইসলামকে অপরাপর ধর্মের উপর বিজয়ের মধ্যে নিহিত রাখা হয়েছে। এই ব্যবস্থাপনার মূলভিত্তি প্রস্তর স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা নিজ হাতে রেখেছেন। আর এজন্য তিনি জাতিসমূহকে প্রস্তুত করে রেখেছেন যারা অচিরেই এতে এসে মিলিত হবে। কেননা, এটি সেই সর্বশক্তিমান সত্তার কর্ম যাঁর কথাকে কেউ টলাতে পারে না। "

(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৪১)

সভাপতি মহাশয় সব শেষে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর উক্তির আলোকে জলসা অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে উপদেশ দিয়ে বলেন-

" আমরা আহমদীরা সৌভাগ্যবান, কেননা, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে আঁ হযরত (সা.)-এর প্রকৃত প্রেমী ও প্রাণদাসকে মান্য করার তৌফিক দান করেছেন আর আমরা সেই মসীহ ও মাহদীর জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছি। কিন্তু আমাদের এই জামাতের অন্তর্ভুক্ত হওয়া এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে মান্য করা কেবল তখনই কাজে আসবে, যখন আমরা নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করে নিজেদের সৃষ্টিকর্তা দয়াবান এবং অযাচিত দাতা খোদার সম্মুখে নতজানু হব, তাঁর ইবাদত সম্পর্কে উদাসীন থাকব না, জাগতিকতার চাকচিক্য আমাদরকে খোদা থেকে দূরে নিয়ে যাবে না এবং আল্লাহ্‌র আদেশ পালনকারী হব।"

(খুতবা জুমা ৭ ই এপ্রিল, ২০১৭)

সবশেষে সভাপতি মহাশয় বলেন: আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষা এবং খলীফাগণের নির্দেশাবলীর আলোকে নিজেদের ব্যবহারিক অবস্থায় এক আধ্যাত্মিক পরিবর্তন আনয়নের তৌফিক দান করুন। এরপর তিনি দোয়া করেন, সকলে দোয়ায় অংশগ্রহণ করেন।

এরপর নযম পরিবেশিত হয় এবং জলসার প্রথম বক্তব্য উপস্থাপিত হয়।

বক্তব্য প্রদান করেন মাননীয় মহম্মদ করীমুদ্দীন শাহিদ সাহেব। তাঁর বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল ' আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বকে অস্বীকারকারীদের আপত্তিসমূহ এবং সেগুলির খণ্ডন।' তিনি বক্তব্যের শুরুতে সূরা আরাফের ১৭৩ নং আয়াত তিলাওয়াত করেন। যার অর্থ- 'এবং (স্মরণ কর) যখন তোমার প্রভু আদম-সন্তানগনের নিকট হইতে তাহাদের পৃষ্ঠদেশ হইতে তাহাদের বংশধর গ্রহণ করিলেন এবং তাহাদের নিজেদের উপর সাক্ষী দাঁড় করাইলেন। (এই বলিয়া যে) , 'আমি কি তোমাদের প্রভু নহি?' তাহারা বলিল,'হাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিতেছি।' (তিনি ইহা এই জন্য করিয়াছেন) পাছে তোমরা কিয়ামত দিবসে না বল, 'আমরা এ সম্বন্ধে গাফেল ছিলাম।'

খোদা তা'লার অস্তিত্ব এক প্রমাণিত সত্য এবং জীবন্ত প্রমাণ। প্রকৃতিগতভাবে কোন আত্মা আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে পারে না। অস্বীকারকারীরা কেবল নিজেদের খেয়ালখুশি মত দলিল পায় না বলে তা অস্বীকার করে। পৃথিবীর প্রাচীনতম জাতিসমূহেও খোদার ধারণা ও বিশ্বাস পাওয়া যায়। ঘোরতর দুর্যোগ ও বিপদের মুহূর্তে মৃত্যুকে চোখের সামনে নৃত্যরত দেখে নাস্তিকও অবলীলায় 'রাম-রাম বা আল্লাহ্ বলে ডেকে ওঠে। খোদা তা'লা বলেন- তুমি কি আল্লাহ্ তা'লা সম্বন্ধে সংশয়ে নিপতিত, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। (ক্রমশ:....)

ব্যাক্তিবর্গ আবির্ভূত হইতে থাকিবে যাহাদিগকে খোদার নৈকট্য ও সাহায্য প্রদান করা হইবে। সেই মহান প্রভূ ইহাই সংকল্প করিয়াছেন যে, সর্বশক্তিমান যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই হয়। সর্বশক্তিমত্বা তাঁহারই।এই বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তিনি (হযরত মসিহ মাউদ (আঃ)) আদেশ দেন যে, বয়আত গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ব্যাক্তিবর্গ যেন ২০ শে মার্চের পর লুধিয়ানা উপস্থিত হইয়া যায়।

(তবলীগ রিসালত প্রথম খন্ড পৃঃ১৫০-১৫৫)

সিলসিলা বয়আতের সূচনা

সুতরাং সেই অনুযায়ী হযরত মসিহ মাউদ (আঃ) ২৩শে মার্চ ১৮৮৯ সনে সুফী আহমদ জান সাহেবের নব নির্মিত মহল্লাস্থিত গৃহে বয়আত গ্রহণ করেন।এবং হযরত মুনশী আব্দুল্লাহ সনউরী সাহেব (রাঃ) এর বর্ণনা অনুযায়ী বয়আতের তারিখ নথীভূক্ত করার জন্য একটি রেজিষ্টার প্রস্তুত করা হইয়াছিল যাহার নাম "খোদাভীতি ও পবিত্রময় ক্ষমাশীল বয়আত" রাখা হইয়াছিল। সেই যুগে হুযুর (আঃ) বয়আত গ্রহণের উদ্দেশ্যে একটি কামরায় প্রত্যেককে পৃথক পৃথক ডাকিতেন এবং তাহাদের বয়আত গ্রহণ করিতেন।সুতরাং তিনি সর্বপ্রথম বয়আত হযরত মাওলানা নুরুদ্দিন (রাঃ) এর গ্রহণ করেন। এবং বয়আত গ্রহণ কারীদিগকে উপদেশ দান করতঃ হযরত আকদাস বলেন ঃ- " এই জামাতে প্রবেশ করিয়া সর্ব প্রথম জীবনে পরিবর্তন সাধন করা প্রয়োজন। খোদার উপর ইমান হইবে যাহা প্রত্যেক বিপদের মুহুর্তে কাজে আসিবে।আবার তাঁহার প্রত্যেক বিধি নিষেধকে হেয় দৃষ্টিতে যেন না দেখা হয় বরং আদেশের প্রতি পূর্ন সম্মান প্রদান করা হয় এবং ব্যবহারিক জীবনে এই সম্মানের বাস্ড়ব প্রমান দেওয়া হয়"।

বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ন বস্তও প্রতি মস্তক অবনত করা এবং তাহার উপর নির্ভর করা এসবই শিরকের (অংশীবাদীতার) অন্তর্ভূক্ত। খোদার অসিত্বকে অস্বীকারের সমতুল। জাগতিক জীবনের সুখ ঐশ্বর্যের এতটুকুই মননিবেষ করিতে হইবে যেটুকু অংশীবাদীতায় পরিনত হইবেনা।

আমার (ধর্মীয়) দৃষ্টিকোন এটাই যে, আমি জাগতিক ঐশ্বর্যের প্রতি আকৃষ্ট হইতে নিষেধ করি নাই বরং তাহার উপর পরিপূর্ণ নির্ভরশীল হইতে নিষেধ করিতেছি। যতটুকু প্রয়োজন কেবল সেই টুকুর জন্য হস্ত প্রসারিত করা উচিৎ। আপনি আরও বলেন মনে রাখিও তোমরা যে, বয়আত করিয়াছ ইহা একটি সাময়িক অঙ্গিকার। কেবল মৌখিক প্রতিশ্র"তি করাতো খুবই সহজ কিন্তু তাহার বাস্ড়বে র"পদান খুবই কঠিন। কারণ শয়তান সর্বদা এই প্রচেষ্টায় লিপ্ত থাকে যাতে মানব জাতিকে সর্ব্বদা ধর্ম হইতে উদাসীন করিয়া দিতে পারে। যে এই পৃবীর সুখ শান্ড়িকে অতীব সহজভাবে প্রদর্শন করিয়া দেখায় কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতকে বহু কঠিন ভাবে উপস্থাপন করে।এই রূপে অন্তর কঠিন হইয়া যায় পরবর্ত্তী অবস্থা পূর্ববর্ত্তীও তুলনায় অতি শোচনীয় হইয়া ওঠে।

আরও বলেন ঃ- অশান্তি ও বিদ্রোহের কথা বলিও না। অন্যায় ও পাপের প্রসার ঘটাঁইওনা। তিরষ্কারে ধৈর্য ধারণ কর। কাহারও প্রতিদ্বন্দিতা করিও না যদি কেহ প্রতিদ্বন্দিতা করে তাহার সহিত ও সদআচরন এবং পূণ্য করা কর্তব্য । মধুর বাক্যালাপের উৎকৃষ্ট নিদর্শন দেখাও। পরিশুদ্ধ অন্তরে প্রত্যেক আদেশের আনুগত্য কর (মান্য কর)। যাহাতে খোদা প্রসন্ন হইয়া যায় এবং তোমার শত্রুরাও অবগত হইয়া যায় যে, এই ব্যাক্তি বয়আত গ্রহণ করিয়া স্বভাবত পূর্ব হইতে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। বিচার সমূহে সত্য সাক্ষ্য দিবে। এই শিকলে আবদ্ধ ব্যাক্তি বর্গের উচিৎ সর্ব করণে পূর্ন সাহসিকতার সঙ্গে এবং পূর্ন আত্ম সমর্পন দ্বারা সত্যের অনুসারী হইয়া যায়।

(জিকরই হাবিব পৃঃ-৪৩৬-৪৩৯)

মার্চ ১৯০৩ ঈদের দিবস কিছু ব্যাক্তি বসিয়া ছিল তিনি বলেন- "দেখুন এখনও পর্যন্ত যাহারা বয়আত গ্রহণ করিয়াছেন (মনে হয় বয়আতের জন্য কিছু ব্যাক্তি উপস্থিত হইয়াছিল)

এবং যাহারা ইতিপূর্বে বয়আত গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে উপদেশ মূলক কতগুলি কথা বলিব সেইগুলি খুবই আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করিবেন"।

আপনাদিগের এই বয়আত অর্থাৎ (দীক্ষা) অনুতপ্ততার দীক্ষা তওবা (অনুতাপ) দুই ধরনের হইয়া থাকে একটি তো পূর্ববর্তী ভূল ত্রুটির জন্য অনুতপ্ত হওয়া এবং ভবিষ্যতের অপকর্ম হইতে দূরে থাকা এবং নিজেকে এই অপকর্মের অগ্নি হইতে রক্ষা করা। খোদার প্রতিশ্রুতি আছে যে, অনুশোচনার দরুন সমস্ত গোনাহ্ (ভূল ত্রুটি) যাহা পূর্বে হইয়া গিয়াছে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয় কিন্তু এই শর্তে যে, ঐ অনুতাপ অনুশোচনা, খাঁটি মনে পরিশুদ্ধ সংকল্পের মাধ্যমে হইতে হইবে। এবং কোন আভ্যন্তরীন ছল ও মনের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত না থাকে।

সেই খোদা হৃদয়ের অন্তঃস্থলে অবস্থিত লুক্কায়িত ভেদ সমূহ সম্বন্ধে অবগত থাকেন ও জানেন তিনি কাহারও প্রতারণায় প্রতারিত হন না । অতএব তোমাদের উচিত যে, তাহাকে ধোকা দেবার চেষ্টা না করা, বরং পরিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে তাঁহার সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। তওবা মানবকুলের জন্য কোন ঐচ্ছিক ক্ষতির বস্তু নয়। এবং ইহার প্রতিক্রিয়া কেবল কিয়ামত (বিচার দিবসের) জন্য নির্দিষ্ট নয়, বরং ইহার মাধ্যমে মানুষের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক দুইটি জগতই সাফল্য মন্ডিত হইয়া যায়। এবং ইহজগত এবং পরজগত দুই জগতেই প্রশান্তি ও প্রফুল্লতা লাভ করে।

(মলফুজাত পঞ্চম খন্ড পৃঃ- ১৮৭-১৮৮)

বয়আতের প্রথম শর্ত

"বয়আত গ্রহণ কারী সর্বান্তকরনে অঙ্গীকার করিবে যে, ঃ- এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্ক (খোদাতা'আলার সহিত অংশীবাদিতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।"

খোদাতা'আলা শির্ক (অংশীবাদিতা) কে কখোনো ক্ষমা করেন না আল্লাহ তাআলা সুরা আল নিসার ৪৯ নম্বর আয়াতে ব্যাক্ত করেন ঃ অর্থঃ- নিশ্চয় আল্লাহ্ ইহা ক্ষমা করিবেন না যে তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করা হউক। এবং ইহা অপেক্ষা লঘু অপরাধকে ও তিনি যাহার জন্য চাইবেন ক্ষমা করিবেন। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর সহিত কাহাকেও শরীক করে সে এক মহা পাপ করে। হযরত মসীহ্ মাউদ (আঃ) এই বিষয়ে বলেনু " ঠিক এইরূপ কোরআন করীমে খোদা তায়ালা বর্ণনা করেন অর্থাৎ সমস্ত পাপের ক্ষমা হইবে কিন্তু শিরক্ (অংশীবাদিতার) এর কোন ক্ষমা নাই।

অতএব শিরক্ এর নিকট যাইও না তাহাকে নিষিদ্ধ বৃক্ষ মনে কর।" (জমিমা তোহফা গোলড়বিয়া-রূহানী খাজায়েন খন্ড-১৭ পৃঃ ৩২৩-৩২৪ হাশিয়া)

পুনরায় বলেন যে, এইখানে শিরক্ এর অর্থ কেবল এই নয় যে, পাথর ইত্যাদির উপাসনা করা। বরং ইহা এমনই একটি শিরক্ যে, এই জাগতিক সাজ সরঞ্জাম ও বস্তু বিশেষের উপাসনা করা হয় এবং পৃথিবীর উপাস্য বস্তুর উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় ইহার নাম শিরক্ (অংশীবাদিতা)।

(আলহাকাম সপ্তম খন্ড নং২৪ তাং ৩০ জুন ১৯০৩ পৃঃ-১১)

পুনঃ কোরআন শরীফে আল্লাহ তায়ালা ব্যাক্ত করেন- (সুরা লুকমান আয়াত-১৪)

অর্থঃ- এবং (স্মরণ কর) যখন তাহার পুত্রকে বলিয়াছিল ' হে আমার প্রিয়! তুমি আল্লাহর সহিত কাহাকেও শরীক করিও না। নিশ্চয় শিরক্ অতি যুলুম।আঁহযরত (সাঃ) এঁর সর্বদা নিজ উম্মতের মধ্যে শিরক্ বিদ্যমান হইবার ভীতি ছিল।

সুতরাং একটি হাদিসে বর্ণিত হইয়াছে যে, - উবাদা বিন নসি, আমাদিগকে শাদাদ বিন আওস এর সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, সে ক্রন্দন করিতেছিল, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল আপনি কেন ক্রন্দন করিতেছেন? তখন তিনি উত্তরে বলেন যে, আমার একটি এমন কথা স্মরণ আসিয়াছে

যাহা আমি হযরত রসুলে করীম (সাঃ) হইতে শ্রবন করিয়াছিলাম তাহার জন্য আমার কান্না

আসিয়া গিয়াছে। আমি রসুল্ আল্লাহ (সাঃ) হইতে শুনিয়াছি তিনি বলিয়াছিলেন, আমি আমার উম্মতের মধ্যে শিরক্ বিদ্যমান হওয়া এবং তাহাদের আভ্যন্তরীন ইচ্ছা সমূহের জন্য ভীত হইতেছি। বর্ণনাকারী বলেন-আমি প্রশ্ন করিলাম হে রসুল (সাঃ) আপনার উম্মত (মান্যকারী) আপনার গত হইবার পর শিরক্ এ লিপ্ত হইয়া যাইবে ? উত্তরে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলিলেন হাঁ অবশ্যই পক্ষান্তরে আমার উম্মত সূর্য, চন্দ্র এবং মুর্ত্তিসমূহের তো উপাসনা করিবে না কিন্তু নিজ কর্মকান্ডে কপটতা প্রদর্শন করিবে। এবং আভ্যন্তরীন ইচ্ছা সমূহের স্বীকারে পরিণত হইবে। তাহাদের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি রোযা রাখা অবস্থায় প্রকৃত সকাল পর্য্যন্ত অতিবাহিত করে, সেই মুহুর্ত্তে তাহার কোন অভিলাষ বিপরীতমুখী হইয়া যায় তখন সে রোজা পরিত্যাগ করিয়া সেই অভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া যাইবে।

(মসনদ আহমদ বিন হাম্বল চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ-১২৪ মুদ্রিত বায়রুত)

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা কুরআন শরীফকে বিশেষ মনোনিবেশ সহকারে পাঠ কর এবং ইহার সাথে সহিত গভীর ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন কর; এরূপ ভালবাসা যাহা অন্য কাহারও সাথে তোমরা কর নাই।

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃ: ৩২)

দোয়াপ্রার্থী: আনোয়ার আলি, জামাত আহমদীয়া, অভয়পুরী (আসাম)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 4 Thursday, 7 Feb, 2019 Issue No.6

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

শিরক এর বিভিন্ন ধরণ:-সুতরাং যেরূপ এই হাদিসের মাধ্যমে প্রতিয়মান হইয়াছে যে, বাহ্যিক শিরক (অংশিবাদিতা) মুর্ত্তি-প্রতিমা সমুহ ও চন্দ্রের উপাসনার মাধ্যমে যদি নাও করা হইয়া থাকে তবে কপটতা ও কামনার বশবর্ত্তি হওয়া ও এক ধরনের শিরক্ । যদি একজন অধিনস্ত ব্যক্তি তাহার অফিসারের আনুগত্যতার উর্দ্ধে তাহার প্রিয়ভাজন হইবার উদ্দেশ্যে তাহার অগ্রপশ্চাতে খোশামদি করিয়া বেড়ায় এবং এই ধারণা করে যে, ওই ব্যক্তিত্বের সহিত তাহার জিবিকা নির্ভর করিতেছে তবে এটিও শিরক্ এর একটি ধরণ। যদি কেহ নিজ সন্তানদিগের জন্য এই কারণে গর্বিত হয় যে "আমার এত সংখ্যক পুত্র আছে তাহারা বড় হইতে ছে এবং সময়ে তাহারা কর্মজিবনে লিপ্ত হইবে এবং উপার্জন করিবে এবং আমাদিগের রক্ষন বেক্ষন করিবে এখন আমি নিশ্চিন্তে আমার অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিব অথবা আমার এই পুত্রদের জন্য আমার অংশিদারগণ আমার প্রতিদ্বন্দিতা করিতে পারিবে না। (উপমহাদেশ বরং সমগ্র তৃতীয় বিশ্বে অংশিদারের প্রতিদ্বন্দিতার অশুভ প্রচলন বিদ্যমান) আমার পরিপূর্ণ ছেলেদের প্রতি আস্থা আছে। এবং যদি তাহারা অকর্মন্য হইয়া যায় অথবা কোন দূর্ঘটনায় মৃত্যু বরণ করে অথবা পঙ্গু হইয়া যায় তবে এই রূপ ব্যক্তির সমস্ত আশা আকাঙ্খা নির্ভরশীলতা সর্বশান্ত হইয়া যায়।হজরত মসীহ মাওউদ (আঃ) ব্যক্ত করিয়াছেন :-একেশ্বরবাদীতা কেবল ইহার নাম নয় যে, আমরা মৌখিক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ উচ্চারণ করিয়া লইব অথচ অন্তরে সহস্র মুর্ত্তিকে একত্রিত করিয়া রাখিব। বরং যে ব্যক্তি নিজস্ব কর্ম প্রতারণা ও অভিসন্ধি এবং ষড়যন্ত্রকে খোদার সমতুল মর্যাদা জ্ঞাপন করে অথবা কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রতি নির্ভর করে যাহা খোদার উপর করা প্রয়োজন অথবা নিজ আত্মার প্রতি সেই মর্যদা জ্ঞাপন করা যাহা খোদাতা'লাকে দেওয়া উচিত সেই সমস্ত দিক দিয়া খোদার সমিপে সে একজন মুর্ত্তি উপাসক। মুর্ত্তি কেবল ঐ নহে যাহা স্বর্ণ রৌপ্য অথবা পিতল এবং প্রস্তর খণ্ডদ্বারা প্রস্তুত করা হয় এবং তাহার উপর নির্ভর করা হয়। বরং প্রত্যেক বস্তু কথা এবং কর্ম তাই সেই মহান মর্যাদা জ্ঞাপন করা হয় যাহা একমাত্র খোদার অধিকার তাহা খোদার দৃষ্টিতে প্রতিমা স্বরূপ.....

স্মরণ রাখিও যে, খাঁটি তৌহিদ (একেশ্বরবাদীতা) এর অঙ্গিকার খোদাতা'লা আমাদিগের কাছে আশা করেন যাহার স্বীকারক্তির সঙ্গে পরিত্রাণ নির্ভরশীল তাহা হইল, খোদাতা'লার নিজ অস্তিত্বের সঙ্গে কাহারও শরিক করা তাহা মুর্ত্তি হোক অথবা মনুষ্যকুল, সূর্য অথবা চন্দ্র নিজ আত্মা হোক অথবা কোন অভিসন্ধি এবং কোন ষড়যন্ত্র সমস্ত কিছু হইতে পবিত্র জ্ঞান করা এবং তাঁহার সমকক্ষ কাহাকেও শক্তিশালি নির্দ্ধারণ না করা । কাহাকেও অন্নদাতা মনে না করা । কাহাকেও সঙ্গি ও সাহায্যকারী নির্দ্ধারণ না করা। দ্বিতীয়ত নিজ ভালবাসা কেবল তাহারই সঙ্গে সংযুক্ত করা কেবল তাহারই উপাসনা করা নিজ বিনয়, নম্রতা ও ভক্তিপ্লুত প্রার্থনা কেবল তাহারই সমিপে প্রকাশ করা নিজের আশা ভরসার একমাত্র স্থল তাঁহাকেই গন্য করা কেবল তাহারই সম্মুখে ভীতি প্রদর্শন করা। সুতরাং কোন তৌহিদ এই তিন ধরণের বিশেষত্ব ব্যতিরেকে পরিপূর্ণ হইতে পারে না।

প্রথম : অস্তিত্ব অনুযায়ী একেশ্বরবাদ । অর্থাৎ তাঁহার অস্তিত্বের সমকক্ষে সমস্ত বস্তুবিশেষকে নশ্বর জ্ঞান করা এবং সমস্ত জাগতিক বস্তুসামগ্রীর অস্তিত্বকে নিঃশেষ এবং তুচ্ছ অবাস্তব ধারণা করা।

দ্বিতীয় : গুণগত বৈশিষ্ট অনুযায়ী তৌহিদ অর্থাৎ প্রতিপালকতা এবং ঈশ্বরের গুণসমূহ একমাত্র খোদার অস্তিত্ব ছাড়া অন্য কোন বস্তুতে নিবদ্ধ না করা এবং বাহ্যত প্রতিপালকত্বের ঐশি গুণরাজী এবং বরকত যাহা দৃষ্টিগোচর হয় তাহা তাঁহারই হস্তের বিধান রূপে বিশ্বাস করা।

তৃতীয় : সর্বান্ত করণে খোদার প্রেমে বিভোর অনুযায়ী তৌহিদ। অর্থাৎ ভালবাসা ইত্যাদি উপাসনার পন্থায় অন্য কাহাকেও খোদার অংশিবাদীতা হইতে মুক্ত থাকা এবং তাহাতেই বিভোর হইয়া যাওয়া।

(সিরাজ উদ্দিন ঈসাই এর চারটি প্রশ্নের উত্তর, রুহানী খাজায়েন খণ্ড ১২, পৃঃ-৩৪৯-৩৫০)

ইতিপূর্বে আমি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ করিয়াছি, হযরত খলিফাতুল মসীহ আওয়াল (প্রথম খলিফা) রাজিআল্লাহ আনহু এই সম্পর্কে বলেন :

খোদাতা'লা ব্যতীত তাহার নাম, কর্ম এবং কোন উপাসনার মধ্যে যদি অন্য কাহারও অংশী স্থাপন করা হয় তাহা হইলে ইহা শিরক্ এ প্রতিপন্ন হয়। এবং প্রত্যেক উত্তম কর্ম যাহা খোদার সন্তুষ্টি লাভের জন্য করা হয় তাহার নাম উপাসনা বা ইবাদাত। মানুষ স্বীকার কওে যে খোদাতা'লা ব্যতিত কোন সৃষ্টি কর্তা নাই। এবং ইহা ও মান্য করে যে, জীবন মৃত্যু খোদাতা'লারই নির্দ্ধারিত এবং তাহারই ইচ্ছা ও শক্তির অধিন ইহা মান্য করা সত্বেও তাহারা অন্যের জন্য মস্তক অবনত করে, মিথ্যা কথা বলে এবং তাহার চতুর্পাশ্বে প্রদক্ষিন করে। খোদার উপাসনাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের উপাসনা করে। খোদা প্রদত্ত রোজা রাখা বাদ দিয়া অন্যের জন্য রোজা পালন করে। এবং খোদার নির্দ্ধারিত নামাজ হইতে উদাসিন হইয়া গায়রুল্লা (অন্য ঈশ্বরের) জন্য নামাজ পড়িতে থাকে এবং তাহার জন্য জাকাত প্রদান করে।

(ক্রমশঃ...)

১ম পাতার শেষাংশ.....

যেরূপে একজন অজ্ঞ ও নিবোর্ধ ব্যক্তি স্বীয় হিতৈষীরই শত্রু হয়ে ওঠে। বৃহত পরিবার, প্রাচীন ঐতিহ্য ও ধন-সম্পদ মানুষের মধ্যে দাম্ভিকতার জন্ম দেয়। মহানবী (সা.)-এর দল ছিল দারিদ্র পীড়িত, সংখ্যায় নগণ্য এবং নবীনদের নিয়ে গঠিত। এই কারণেই প্রারম্ভিক যুগে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা তাঁরা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন। সত্যের প্রতি চিরকালই অবিচার হয়ে এসেছে।

ইসলাম পরধর্ম হিতৈষী

ইসলাম এমনই এক পবিত্র ধর্ম যা অন্য কোন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতাকে দোষারোপ করার অনুমতি দেয় না। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা সামান্য কারণেই আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। লক্ষ্য করে দেখুন! খৃষ্টানরা আঁ হযরত (সা.) সম্পর্কে কিরূপ অশালীন ভাষা প্রয়োগ করে। যদি তিনি (সা.) এখন জীবিত থাকতেন, তবে জাগতিক মর্যাদার কথা চিন্তা করে এরা তাঁর বিরুদ্ধে কোন কথা বলার ধৃষ্টতা দেখাতে পারত না, বরং তারা এর থেকে হাজার গুণ বেশি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করত। এরা তো আঁ হযরত (সা.)-এর সামান্য অনুসারী যেমন-কাবুলের আমীর ও রোমের সম্রাটের জন্যও কটুভাষা প্রয়োগ করতে পারে না বা তাদের অবমাননা করতে পারে না। কিন্তু আঁ হযরত (সা.)-এর নাম উচ্চারণ করলেই এরা হাজার হাজার কটুকাটব্য করে। ইসলাম অন্যান্য সমস্ত ধর্মের হিতাকাঙ্খী। কেননা, এটি অতীতের সমস্ত নবী ও ঐশীগ্রন্থকে অপবাদ মুক্ত করেছে। এতদ্সত্ত্বেও ইসলামের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। ইসলামের সারাংশ **'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু'** অন্য কোন ধর্মে নেই।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২-৩)

(ভাষান্তর: মির্যা সফিউল আলাম, মুবাল্লিগ সিলসিলা)

ইমামের বাণী

" যদি বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ কোন অন্তরায় না থাকে, তাহা হইলে কুরআন শরীফ এক সপ্তাহের মধ্যে মানুষকে পবিত্র করিতে সক্ষম। যদি তোমরা কুরআন শরীফ হইতে বিমুখ না হও তাহা হইলে ইহা তোমাদিগকে নবী সদৃশ করিতে পারে।" (কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃ: ২৪)

দোয়াপ্রার্থী: আব্দুস সালাম, জামাত আহমদীয়া নারার ভিটা (আসাম)

আল্লাহ্‌র বাণী

" হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা ধৈর্য এবং নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলগণের সহিত আছেন" (আল বাকারা: ১৫৪)

দোয়াপ্রার্থী: গোলাম মুস্তফা, জেলা আমীর জামাত আহমদীয়া,মুর্শিদাবাদ

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir.